নবম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ত এবমুৎসন্নভয়া উরুক্রমে
কৃতাবনামাঃ প্রযযুস্ত্রিবিষ্টপম্ ।
সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা
মধোর্বনং ভৃত্যদিদৃক্ষয়া গতঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **তে**—দেবতারা; **এবম্**—এইভাবে; **উৎসন্ন-ভয়াঃ**—সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে; **উরুক্রমে**—পরমেশ্বর ভগবানকে, যাঁর কার্যকলাপ অসাধারণ; **কৃত-অবনামাঃ**—তাঁরা তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **প্রযযুঃ**—তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **ত্রি-বিষ্টপম্**—স্বর্গলোকে তাঁদের নিজ নিজ স্থানে; **সহস্র-শীর্ষা অপি**—সহস্রশীর্ষা নামক পরমেশ্বর ভগবানও; **ততঃ**—সেখান থেকে; **গরুত্মতা**—গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে; **মধোঃ বনম্**—মধুবনে; **ভৃত্য**—সেবক; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শনের ইচ্ছায়; **গতঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—ভগবান যখন এইভাবে দেবতাদের আশ্বাস দিলেন, তখন তাঁরা সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে আপন আপন স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তার পর পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সহস্রশীর্ষা অবতার থেকে অভিন্ন, তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর সেবক ধ্রুবকে দর্শন করার জন্য মধুবনে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সহস্রশীর্ষা শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপকে ইঙ্গিত করেছে। ভগবান যদিও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও এখানে তাঁকে

সহস্রশীর্ষা বিষ্ণু বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে অভিন্ন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর *ভাগবতামৃত* গ্রন্থে বিষ্ণুর এই রূপকে পৃষ্ণিগর্ভ অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ধ্রুব মহারাজের বসবাসের জন্য ধ্রুবলোক সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ২

স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া
হৃৎপদ্মকোশে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্ ।
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য
বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ ॥ ২ ॥

সঃ—ধ্রুব মহারাজ; **বৈ**—ও; **ধিয়া**—ধ্যানের দ্বারা; **যোগ-বিপাক-তীব্রয়া**—যোগ অভ্যাসের পরিপক্ক উপলব্ধির প্রভাবে; **হৃৎ**—হৃদয়; **পদ্ম-কোশে**—পদ্মে; **স্ফুরিতম্**—প্রকাশিত; **তড়িৎ-প্রভম্**—বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল; **তিরোহিতম্**—অন্তর্হিত হয়ে; **সহসা**—অকস্মাৎ; **এব**—ও; **উপলক্ষ্য**—দেখে; **বহিঃ-স্থিতম্**—বাহিরে অবস্থিত; **তৎ-অবস্থম্**—সেইভাবে; **দদর্শ**—দেখতে পেয়েছিলেন।

অনুবাদ

যোগসিদ্ধির প্রভাবে ধ্রুব মহারাজ বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল ভগবানের যে রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, সেই রূপ সহসা অন্তর্হিত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করা মাত্রই তিনি ঠিক যেভাবে তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে তাঁর সম্মুখে দেখতে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর যোগসিদ্ধির প্রভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে দর্শন করছিলেন, কিন্তু সহসা পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ধ্রুব মহারাজ তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করা মাত্রই তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় যেভাবে ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে

তাঁকে তাঁর সম্মুখে দেখতে পেয়েছিলেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে, *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন*—যে সাধু ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ভগবৎ প্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেন। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের এই শ্যামসুন্দর রূপ কল্পনাপ্রসূত নয়। ভক্ত যখন ভগবদ্ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সময় যে শ্যামসুন্দরের কথা নিরন্তর চিন্তা করেছিলেন, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই ভক্তের হৃদয়ে তাঁর যে রূপ, মন্দিরে তাঁর যে রূপ এবং বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবনধামে তাঁর যে স্বরূপ, সবই অভিন্ন। তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৩

তদ্দর্শনেনাগতসাধ্বসঃ ক্ষিতা-
ববন্দতাঙ্গং বিনমষ্য দণ্ডবৎ ।
দৃগ্ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভক-
শ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্ ॥ ৩ ॥

তৎ-দর্শনেন—ভগবানকে দর্শন করার পর; **আগত-সাধ্বসঃ**—ধ্রুব মহারাজ, অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে; **ক্ষিতৌ**—ভূমিতে; **অবন্দত**—নিবেদন করেছিলেন; **অঙ্গম্**—তাঁর দেহ; **বিনমষ্য**—অবনত হয়ে; **দণ্ডবৎ**—ঠিক একটি দণ্ডের মতো; **দৃগ্ভ্যাম্**—তাঁর চক্ষুদ্বয়; **প্রপশ্যন্**—দেখে; **প্রপিবন্**—পান করেছিল; **ইব**—মতো; **অর্ভকঃ**—বালক; **চুম্বন্**—চুম্বন করে; **ইব**—মতো; **আস্যেন**—তাঁর মুখের দ্বারা; **ভুজৈঃ**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **ইব**—মতো; **আশ্লিষন্**—আলিঙ্গন করে।

অনুবাদ

ভগবানকে সম্মুখে দর্শন করে ধ্রুব মহারাজ অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে, তিনি ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগবানকে এমনভাবে দর্শন করছিলেন, যেন তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা ভগবানের সৌন্দর্য পান করছিলেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চুম্বন করে, তিনি তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন প্রত্যক্ষরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তখন তিনি এমনভাবে ভগবানকে দর্শন করছিলেন, যেন মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা তাঁর সমগ্র শরীর পান করছেন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম এতই প্রবল যে, তিনি নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চুম্বন করতে চান, তাঁর নখাগ্র স্পর্শ করতে চান এবং নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আলিঙ্গন করতে চান। ধ্রুব মহারাজের এই সমস্ত আঙ্গিক অভিব্যক্তিগুলি ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার পর, তিনি ভগবদ্ভক্তিজনিত অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

স তং বিবক্ষন্তমতদ্বিদং হরি-
র্জ্ঞাত্বাস্য সর্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ ।
কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা
পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে ॥ ৪ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **তম্**—ধ্রুব মহারাজকে; **বিবক্ষন্তম্**—তাঁর গুণগান করার বাসনায়; **অ-তৎ-বিদম্**—সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **জ্ঞাত্বা**—বুঝতে পেরে; **অস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **সর্বস্য**—সকলের; **চ**—এবং; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অবস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে; **কৃত-অঞ্জলিম্**—হাত জোড় করে; **ব্রহ্ম-ময়েন**—বৈদিক মন্ত্রের শব্দযুক্ত; **কম্বুনা**—তাঁর শঙ্খের দ্বারা; **পস্পর্শ**—স্পর্শ করেছিলেন; **বালম্**—বালককে; **কৃপয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **কপোলে**—গণ্ডে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যদিও ছিলেন একটি ছোট্ট বালক, তবুও তিনি উপযুক্ত শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ যথাযথভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেননি। সর্ব অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান ধ্রুব মহারাজের সেই বিহ্বল অবস্থা বুঝতে পেরে, তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর শঙ্খের দ্বারা তাঁর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ধ্রুব মহারাজের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি ভক্তই ভগবানের দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করতে চান। ভক্তরা সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী শ্রবণে আগ্রহী, এবং তাঁরা সর্বদাই তাঁর সেই গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করতে চান, কিন্তু কখনও কখনও বিনম্রতাবশত তাঁরা সেই কার্যে অক্ষমতা অনুভব করেন। সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান বিশেষভাবে তাঁর ভক্তকে তাঁর মহিমা বর্ণনা করার বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই, ভক্ত যখন ভগবান সম্বন্ধে লেখেন অথবা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর সেই বর্ণনা অন্তর্যামী ভগবানের অনুপ্রেরণার ফল। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে—যাঁরা নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, ভগবান তাঁদের অন্তর থেকে নির্দেশ দেন, কিভাবে তাঁর সেবা করতে হবে। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে, কিভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে হয় তা না জানার ফলে, ধ্রুব মহারাজ যখন বিহ্বল হয়েছিলেন, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর শঙ্খের দ্বারা ধ্রুব মহারাজের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন, এবং তার ফলে ধ্রুব মহারাজ চিন্ময় অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। এই চিন্ময় অনুপ্রেরণাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-ময়,* কারণ এই প্রকার অনুপ্রেরণার ফলে যে বাণী নির্গত হয়, তা বেদমন্ত্র থেকে অভিন্ন। তা এই জড় জগতের কোন সাধারণ ধ্বনি নয়। তাই, হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের যে শব্দতরঙ্গ, তা সাধারণ বর্ণের দ্বারা প্রকাশিত হলেও, কখনও তা জড় বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫

স বৈ তদৈব প্রতিপাদিতাং গিরং
দৈবীং পরিজ্ঞাতপরাত্মনির্ণয়ঃ ।
তং ভক্তিভাবোঽভ্যগৃণাদসত্বরং
পরিশ্রুতোরুশ্রবসং ধ্রুবক্ষিতিঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—ধ্রুব মহারাজ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **তদা**—তখন; **এব**—ঠিক; **প্রতিপাদিতাম্**—লাভ করে; **গিরম্**—বাণী; **দৈবীম্**—দিব্য; **পরিজ্ঞাত**—হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন; **পর-আত্ম**—পরমাত্মা; **নির্ণয়ঃ**—সিদ্ধান্ত; **তম্**—ভগবানকে; **ভক্তি-ভাবঃ**—ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হয়ে; **অভ্যগৃণাৎ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **অসত্বরম্**—হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত না করে; **পরিশ্রুত**—বিখ্যাত; **উরু-শ্রবসম্**—যাঁর খ্যাতি; **ধ্রুব-ক্ষিতিঃ**—ধ্রুব, যাঁর লোক কখনও বিনষ্ট হবে না।

অনুবাদ

সেই সময় ধ্রুব মহারাজ বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েছিলেন এবং পরমতত্ত্বকে ও সমস্ত জীবের সঙ্গে পরমতত্ত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। সর্ব বিখ্যাত বিপুল কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিজনিত প্রেমে পরিপ্লুত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ, যিনি ভবিষ্যতে এমন একটি লোক প্রাপ্ত হবেন, যা প্রলয়ের সময়েও বিনষ্ট হবে না, তিনি মননশীল এবং নির্ণয়াত্মক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বহু বিচার্য বিষয় রয়েছে। সর্ব প্রথমে, বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি পরমতত্ত্বের সঙ্গে আপেক্ষিক জড় শক্তি এবং চিন্ময় শক্তির সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজকে বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের জন্য কোন স্কুলে অথবা অধ্যাপকের কাছে যেতে হয়নি, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তির প্রভাবে, ভগবান যখন তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর শঙ্খের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করেছিলেন, তখন আপনা থেকেই বৈদিক সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। বৈদিক শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করার এটিই হচ্ছে পন্থা। স্কুল-কলেজের শিক্ষার দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *বেদ* নির্দেশ করে যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবে যাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁর কাছে বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়।

ধ্রুব মহারাজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর দৃঢ় সংকল্প এবং তপস্যার ফলস্বরূপ ভগবান স্বয়ং তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একটি শিশু, তাই সুন্দরভাবে ভগবানের বন্দনা করতে চাইলেও, পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে তিনি সঙ্কোচবোধ করেছিলেন; কিন্তু ভগবান কৃপাপূর্বক তাঁর শঙ্খের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করা মাত্র, তিনি পূর্ণরূপে বৈদিক সিদ্ধান্ত অবগত হয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য, যথাযথভাবে অবগত হওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার নিত্য দাস, এবং তাই পরমাত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক হচ্ছে সেবার সম্পর্ক। তাকে বলা হয় *ভক্তিযোগ* বা *ভক্তিভাব* । ধ্রুব মহারাজ নির্বিশেষবাদীর মতো ভগবানের স্তুতি করেননি, পক্ষান্তরে ভক্তরূপে করেছিলেন। তাই এখানে স্পষ্টভাবে *ভক্তিভাব* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। বন্দনা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিই নিবেদন

করা উচিত, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার রাজ্য কামনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর কোলে ওঠার অধিকার থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবান ইতিমধ্যে ধ্রুবলোক নামক একটি গ্রহলোক সৃষ্টি করেছিলেন, যা ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের সময়েও ধ্বংস হয় না। ধ্রুব মহারাজ এই সিদ্ধি সহজে লাভ করেননি। ধৈর্য সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করার ফলে, তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এখন তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, যথাযথভাবে ভগবানের বন্দনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায় অথবা তাঁর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করা যায়। ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ না হলে, ভগবানের মহিমা বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ৬

ধ্রুব উবাচ

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না ।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥ ৬ ॥

ধ্রুবঃ উবাচ—ধ্রুব মহারাজ বললেন; **যঃ**—যে পরমেশ্বর ভগবান; **অন্তঃ**—অন্তরে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **মম**—আমার; **বাচম্**—বাণী; **ইমাম্**—এই সমস্ত; **প্রসুপ্তাম্**—নিষ্ক্রিয় বা মৃত; **সঞ্জীবয়তি**—পুনরুজ্জীবিত করে; **অখিল**—সমগ্র; **শক্তি**—শক্তি; **ধরঃ**—ধারী; **স্ব-ধাম্না**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা; **অন্যান্ চ**—অন্যান্য অঙ্গও; **হস্ত**—হাত; **চরণ**—পা; **শ্রবণ**—কর্ণ; **ত্বক্**—চর্ম; **আদীন্**—ইত্যাদি; **প্রাণান্**—প্রাণশক্তি; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষ; **তুভ্যম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ বললেন—হে ভগবান! আপনি সর্বশক্তিমান। আমার অন্তরে প্রবেশ করে আপনি আমার হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক, আদি সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগরিত করেছেন, বিশেষ করে আমার বাক্ শক্তিকে। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে, দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বের এবং পরের অবস্থাটির পার্থক্য অতি সহজে নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জীবনীশক্তি এবং কার্যকলাপ সুপ্ত অবস্থায় ছিল। চিন্ময় স্তরে না আসা পর্যন্ত, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মন এবং দেহের অন্যান্য ক্রিয়া সুপ্ত অবস্থায় থাকে। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, সমস্ত কার্যকলাপ মৃত ব্যক্তির কার্যকলাপ অথবা প্রেতাত্মার কার্যকলাপের মতো। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেকে সম্বোধন করে গেয়েছেন—*"জীব জাগ! জীব জাগ! কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে? ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে।"* বেদেও ঘোষিত হয়েছে *উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত*—"ওঠ! জাগ! এখন তুমি মনুষ্য জীবন লাভের এক অপূর্ব সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছ—এখন তুমি নিজেকে জান।" এইগুলি হচ্ছে বেদের নির্দেশ।

ধ্রুব মহারাজ বাস্তবিকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি চিন্ময় স্তরে জাগরিত হওয়ার ফলে, তিনি বৈদিক নির্দেশের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ; তিনি নির্বিশেষ বা নিরাকার নন। সেই সত্য ধ্রুব মহারাজ তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল ধরে তিনি প্রায় নিদ্রিত ছিলেন, এবং বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভগবানের মহিমা কীর্তন করার প্রবণতা তখন তিনি অনুভব করেছিলেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও ভগবানের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে পারে না অথবা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারে না। কেননা তারা বৈদিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করতে পারেনি।

তাই ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর নিজের মধ্যে এই পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি ভগবানের কৃপা হৃদয়ঙ্গম করে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তিনি ভগবানের প্রতি প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের মন এবং ইন্দ্রিয়ের এই চিন্ময় জাগরণ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সাধিত হয়েছিল। তাই এই শ্লোকে *স্ব-ধাম্না* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'চিন্ময় শক্তির দ্বারা'। পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাবেই কেবল দিব্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। হরেকৃষ্ণ মন্ত্রে সর্ব প্রথমে ভগবানের পরা শক্তি হরাকে সম্বোধন করা হয়েছে। জীব যখন ভগবানের নিত্য দাসরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন এই চিন্ময় শক্তি সক্রিয়

হয়। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করেন অথবা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে বলা হয় *সেবোন্মুখ;* সেই সময় চিন্ময় শক্তি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে ভগবানকে প্রকাশ করে।

চিন্ময় শক্তির প্রকাশ ব্যতীত, ভগবানের মহিমা কীর্তন করে প্রার্থনা করা যায় না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা অথবা কাব্য রচনা জড়া শক্তিরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কেউ যখন বাস্তবিকরূপে চিন্ময় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হয়, এবং তিনি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। তখন তাঁর হাত, পা, কর্ণ, জিহ্বা, মন, উপস্থ—সব কিছুই—ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। এই প্রকার দিব্য চেতনা-সমন্বিত ভক্ত আর জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হন না অথবা জড় বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাও তাঁর থাকে না। ইন্দ্রিয়সমূহ পবিত্র করার এবং ভগবানের সেবায় তাদের যুক্ত করার এই পন্থাকে বলা হয় ভক্তি। প্রাথমিক স্তরে গুরুদেব এবং শাস্ত্রের নির্দেশে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা হয়, এবং তার পর আত্ম-উপলব্ধির পর, ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখনও সেই সেবা চলতে থাকে। পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমে যান্ত্রিকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে যুক্ত করা হয়, কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির পর, দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তা স্বতস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়।

শ্লোক ৭

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্ ।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি ॥ ৭ ॥

একঃ—এক; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **আত্ম-শক্ত্যা**—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা; **মায়া-আখ্যয়া**—মায়া নামক; **উরু**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **গুণয়া**—জড়া প্রকৃতির গুণসমন্বিত; **মহৎ-আদি**—মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি; **অশেষম্**—অসীম; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করার পর; **অনুবিশ্য**—প্রবেশ করে; **পুরুষঃ**—পরমাত্মা; **তৎ**—মায়ার; **অসৎ-গুণেষু**—ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত গুণে; **নানা**—নানা প্রকার; **ইব**—যেন; **দারুষু**—কাষ্ঠ খণ্ডে; **বিভাবসু-বৎ**—অগ্নির মতো; **বিভাসি**—আপনি প্রকাশিত হন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা আপনি চিৎ-জগতে এবং জড় জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হন। আপনি আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জগতে মহৎ আদি শক্তি সৃষ্টি করে, পরমাত্মারূপে এই জড় জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আপনি পরম পুরুষ, এবং জড়া প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী গুণের মাধ্যমে আপনি নানা প্রকার রূপ প্রকাশ করেন, ঠিক যেমন অগ্নি বিভিন্ন আকৃতির কাষ্ঠখণ্ডে প্রবিষ্ট হয়ে বিভিন্নরূপে প্রজ্বলিত হয়।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে কার্য করেন। এমন নয় যে, তিনি শূন্য বা নির্বিশেষ হয়ে যান এবং তার ফলে সর্বব্যাপ্ত হন। মায়াবাদীরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, তাঁর কোন সবিশেষ রূপ নেই। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ এখানে বৈদিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করে বলেছেন, "আপনি আপনার শক্তির দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে পরিব্যাপ্ত।" এই শক্তি মূলত চিন্ময়, কিন্তু যেহেতু তা ক্ষণিকের জন্য জড় জগতে কার্যশীল হয়, তাই তাকে বলা হয় মায়া বা মোহিনী শক্তি। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলের কাছেই ভগবানের শক্তি বহিরঙ্গা শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল হয়। সেই তত্ত্ব ধ্রুব মহারাজ খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, শক্তি এবং শক্তিমান এক ও অভিন্ন। শক্তিকে শক্তিমান থেকে পৃথক করা যায় না।

পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের পরিচয় এখানে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর আদি চিন্ময় শক্তি জড়া প্রকৃতিকে জাগরিত করে, এবং তাই জড় শরীরকে সজীব বলে মনে হয়। শূন্যবাদীরা মনে করে যে, কোন ভৌতিক পরিস্থিতিতে জড় দেহে জীবনের লক্ষণ প্রকট হয়, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, জড় শরীর নিজে নিজে সক্রিয় হতে পারে না। ঠিক যেমন একটি যন্ত্র নিজে নিজে সক্রিয় হতে পারে না; ক্রিয়াশীল হতে হলে পৃথক শক্তির (যেমন বিদ্যুৎ, বাষ্প ইত্যাদির) প্রয়োজন হয়। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড় শক্তি নানা প্রকার জড় বস্তুতে কার্য করে, ঠিক যেমন অগ্নি বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠের আয়তন এবং পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রজ্বলিত হয়। সেই একই শক্তি ভক্তদের ক্ষেত্রে চিৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কারণ সেই শক্তি মূলত চিন্ময়, জড় নয়। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *বিষ্ণু-শক্তিঃ পরা প্রোক্তা* । আদি শক্তি ভক্তকে অনুপ্রাণিত করে, এবং

তার ফলে তিনি তাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন। বহিরঙ্গা শক্তিরূপে সেই শক্তিই অভক্তদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে। *মায়া* এবং *স্ব-ধাম*-এর পার্থক্য নিরূপণ করা উচিত। ভক্তদের ক্ষেত্রে *স্ব-ধাম* কার্যশীল হয়, আর অভক্তদের ক্ষেত্রে *মায়াশক্তি* কার্যশীল হয়।

শ্লোক ৮

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্যতে কৃতবিদা কথমার্তবন্ধো ॥ ৮ ॥

ত্বৎ-দত্তয়া—আপনার দ্বারা প্রদত্ত; **বয়ুনয়া**—জ্ঞানের দ্বারা; **ইদম্**—এই; **অচষ্ট**—দেখা যায়; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **সুপ্ত-প্রবুদ্ধঃ**—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি; **ইব**—মতো; **নাথ**—হে প্রভু; **ভবৎ-প্রপন্নঃ**—ব্রহ্মা, যিনি আপনার শরণাগত; **তস্য**—তাঁর; **আপবর্গ্য**—মুক্তিকামী ব্যক্তিদের; **শরণম্**—আশ্রয়; **তব**—আপনার; **পাদ-মূলম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **বিস্মর্যতে**—বিস্মৃত হতে পারে; **কৃত-বিদা**—বিদ্বান ব্যক্তির দ্বারা; **কথম্**—কিভাবে; **আর্ত-বন্ধো**—হে দীনবন্ধু।

অনুবাদ

হে প্রভু! ব্রহ্মা পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত। সৃষ্টির আদিতে আপনি তাঁকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তার ফলে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করতে পেরেছিলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, ঠিক যেমন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরেই তার কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারে। আপনি মুক্তিকামীদের একমাত্র আশ্রয়, এবং আপনি সমস্ত আর্ত ব্যক্তিদের বন্ধু। অতএব পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি কিভাবে আপনাকে বিস্মৃত হতে পারেন?

তাৎপর্য

ভগবানের শরণাগত ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। ভক্ত জানেন যে, ভগবানের অহৈতুকী কৃপা তাঁর অনুমানের অতীত; ভগবানের কৃপায় তাঁর যে কি লাভ হয়েছে, তা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ভক্ত যতই ভগবানের

সেবায় যুক্ত হন, ভগবানের শক্তি তাঁকে ততই অনুপ্রেরণা প্রদান করতে থাকেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক তাঁর ভজনা করেন, তিনি তাঁদের অন্তর থেকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, এবং তার ফলে তাঁরা পারমার্থিক মার্গে অধিক থেকে অধিকতর উন্নতি সাধন করেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। তিনি তাঁর কৃপায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অধিক থেকে অধিকতর শক্তি প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। ভগবানের কৃপায়, ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সনক, সনাতন আদি ব্রহ্মার মহাত্মা পুত্রেরা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে সারা দিন বিনিদ্র থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না হন, তা হলে তিনি প্রকৃতপক্ষে নিদ্রিত। তিনি রাত্রে নিদ্রিত থেকে দিনের বেলায় তাঁর কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের স্তরে সক্রিয় হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে নিদ্রিত বলেই বিবেচনা করতে হবে। ভগবদ্ভক্ত তাই ভগবানের কাছ থেকে যে কৃপা লাভ করেছেন, সেই কথা তিনি কখনও ভোলেন না।

এখানে ভগবানকে *আর্ত-বন্ধু* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, জ্ঞানের অন্বেষণে জন্ম-জন্মান্তর ধরে কঠোর তপস্যা করার পর, কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞানের স্তরে এসে যথার্থ প্রজ্ঞা লাভ করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন। ভগবানের শরণাগত হয় না যে মায়াবাদী, তার প্রকৃত জ্ঞানের অভাব রয়েছে বলে বুঝতে হবে। পূর্ণ প্রজ্ঞাসমন্বিত ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেন না।

শ্লোক ৯

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ ।
অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎস্পর্শজং নিরয়েঽপি নৃণাম্ ॥ ৯ ॥

নূনম্—অবশ্যই; **বিমুষ্ট-মতয়ঃ**—যারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়ার প্রভাবে; **তে**—তারা; **যে**—যারা; **ত্বাম্**—আপনি; **ভব**—জন্ম থেকে; **অপ্যয়**—এবং মৃত্যু; **বিমোক্ষণম্**—মুক্তির কারণ; **অন্য-হেতোঃ**—অন্য উদ্দেশ্যে;

অর্চন্তি—পূজা করে; **কল্পক-তরুম্**—কল্পতরু-সদৃশ; **কুণপ**—এই মৃত শরীরের; **উপভোগ্যম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **ইচ্ছন্তি**—কামনা করে; **যৎ**—যা; **স্পর্শ-জম্**—স্পর্শ থেকে উৎপন্ন; **নিরয়ে**—নরকে; **অপি**—ও; **নৃণাম**—মানুষদের জন্য।

অনুবাদ

যারা এই চামড়ার থলিটির ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কেবল আপনার পূজা করে, তারা অবশ্যই আপনার মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণ-স্বরূপ আপনার মতো কল্পবৃক্ষকে পাওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো মূর্খ ব্যক্তিরা সেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য আপনার কাছে বর প্রার্থনা করে, যা নরকেও লাভ হয়।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছেন। এখানে তিনি তাঁর এই প্রবৃত্তিকে ভর্ৎসনা করেছেন। অজ্ঞানতার বশেই কেবল মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে অথবা জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের আরাধনা করে। ভগবান কল্পবৃক্ষ সদৃশ। তাঁর কাছে যাই কামনা করা যায় তাই পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না তাঁর কাছে কি বর প্রার্থনা করা উচিত। স্পর্শজনিত সুখ বা ইন্দ্রিয়সুখ শূকর এবং কুকুরেরাও লাভ করে থাকে। এই প্রকার সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ। ভক্ত যদি এই প্রকার তুচ্ছ সুখের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন, তা বুঝতে হবে যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন।

শ্লোক ১০

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিং ত্বন্তকাসিলুলিতাৎপততাং বিমানাৎ ॥ ১০ ॥

যা—যা; **নির্বৃতিঃ**—আনন্দ; **তনু-ভৃতাম্**—দেহধারীর; **তব**—আপনার; **পাদ-পদ্ম**—শ্রীপাদপদ্ম; **ধ্যানাৎ**—ধ্যান করার ফলে; **ভবৎ-জন**—আপনার অন্তরঙ্গ ভক্ত থেকে; **কথা**—বিষয়; **শ্রবণেন**—শ্রবণের দ্বারা; **বা**—অথবা; **স্যাৎ**—সম্ভব হয়; **সা**—সেই

আনন্দ; **ব্রহ্মণি**—নির্বিশেষ ব্রহ্মে; **স্ব-মহিমনি**—আপনার স্বীয় মহিমা; **অপি**—সত্ত্বেও; **নাথ**—হে ভগবান; **মা**—কখনই নয়; **ভূৎ**—বিরাজ করে; **কিম্**—আর কি বলার আছে; **তু**—তা হলে; **অন্তক-অসি**—মৃত্যুরূপ তরবারির দ্বারা; **লুলিতাৎ**—ধ্বংস হয়ে; **পততাম্**—অধঃপতিতদের; **বিমানাৎ**—বিমান থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানের ফলে, অথবা আপনার শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার ফলে, যে চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়, তা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে বলে মনে করার বা পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার আনন্দ থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক। যেহেতু ভগবৎ প্রেমানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দও পরাভূত হয়ে যায়, সুতরাং কালরূপ তরবারির দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায় যে ক্ষণস্থায়ী স্বর্গসুখ, সেই সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও কালক্রমে পুনরায় স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যলোকে অধঃপতিত হতে হয়।

তাৎপর্য

শ্রবণ, কীর্তন আদি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয়, তার সঙ্গে কর্মীদের স্বর্গসুখ অথবা জ্ঞানী ও যোগীদের নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার আনন্দের কোন তুলনা করা যায় না। যোগীরা সাধারণত শ্রীবিষ্ণুর দিব্য রূপের ধ্যান করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের ধ্যানই করেন না, উপরন্তু বাস্তবিকভাবে তাঁর সেবাও করেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা *ভবাপ্যয়* শব্দটি পেয়েছি, যার অর্থ হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যু। ভগবান জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারেন। অদ্বৈতবাদীরা মনে করে যে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হলে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া যায়, সেটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্ত যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, তার তুলনা ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে হতে পারে না।

কর্মীদের অবস্থা আরও নিকৃষ্ট। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া। বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয় (*ভগবদ্গীতা* ৯/৫)। তবে *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (৯/২১) আমরা দেখতে পাই, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—যারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, তাদের পুণ্যকর্ম ক্ষয় হয়ে গেলে, তারা পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসে। তাদের অবস্থা ঠিক আধুনিক যুগের মহাকাশচারীদের মতো যারা চন্দ্রলোকে যায়,

কিন্তু তাদের ইন্ধন ফুরিয়ে গেলেই তাদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। আণবিক শক্তির প্রভাবে আধুনিক যুগের মহাকাশচারীরা চন্দ্রলোকে বা অন্যান্য উচ্চতর লোকে যায়, কিন্তু তাদের ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে, তাদের আবার নীচে নেমে আসতে হয়, তেমনই যারা যজ্ঞ এবং পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, তাদেরও সেই রকম অবস্থা। *অন্তকাসি-লুলিতাৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, কালের তরবারির দ্বারা এই জড় জগতে লব্ধ উচ্চ পদ কেটে ফেলা হয়, এবং তখন তাকে আবার অধঃপতিত হতে হয়। ধ্রুব মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবদ্ভক্তির ফল নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার থেকে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান। এখানে *পততাং বিমানাৎ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *বিমান* মানে হচ্ছে আকাশযান। যারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয় তারা যেন এক-একটি বিমানের মতো, ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে যেগুলিকে নীচে নেমে আসতে হয়।

শ্লোক ১১

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্ ।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥ ১১ ॥

ভক্তিম্—ভক্তি; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **প্রবহতাম্**—অনুষ্ঠানকারীদের; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **মে**—আমার; **প্রসঙ্গঃ**—অন্তরঙ্গ সঙ্গ; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **মহতাম্**—মহান ভক্তদের; **অমল-আশয়ানাম্**—যাঁদের হৃদয় জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **যেন**—যার দ্বারা; **অঞ্জসা**—সহজে; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর; **উরু**—মহৎ; **ব্যসনম্**—সঙ্কটপূর্ণ; **ভব-অব্ধিম্**—সংসার-সমুদ্র; **নেষ্যে**—আমি পার হব; **ভবৎ**—আপনার; **গুণ**—দিব্য গুণাবলী; **কথা**—লীলাসমূহ; **অমৃত**—অমৃত, শাশ্বত; **পান**—পান করে; **মত্তঃ**—উন্মত্ত।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ বলতে লাগলেন—হে অনন্ত ভগবান! কৃপা করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন নিরন্তর আপনার সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ আমি লাভ করতে পারি। এই প্রকার দিব্য ভক্তরা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আমি জ্বলন্ত অগ্নির তরঙ্গ-সমন্বিত ভয়ঙ্কর

ভবসমুদ্র পার হতে পারব। তা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে, কেননা আমি আপনার শাশ্বত দিব্য গুণাবলী এবং লীলাসমূহ শ্রবণ করার জন্য উন্মত্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের উক্তির বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে, তিনি শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করতে চেয়েছেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ হতে পারে না অথবা আস্বাদ্য হতে পারে না। তাই আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছি। যারা এই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ থেকে পৃথক হয়ে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে চায়, তারা এক মহা মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন, কেননা তা সম্ভব নয়। ধ্রুব মহারাজের এই উক্তিটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি পুষ্ট হতে পারে না; জড় কার্যকলাপ থেকে তা পৃথক হয় না। ভগবান বলেছেন, *সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২৫)। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী পূর্ণ শক্তিসমন্বিত হয় এবং হৃদয় ও কর্ণের আস্বাদনীয় হয়। ধ্রুব মহারাজ ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করতে চেয়েছেন। ভক্তিকার্যে ভক্তের সঙ্গ ঠিক একটি প্রবহমান নদীর ঢেউয়ের মতো । আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। আমাদের সময়ের প্রতিটি ক্ষণ ভগবানের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত রাখতে হয়। একে বলা হয় অপ্রতিহতা ভক্তি।

মায়াবাদীরা প্রশ্ন করতে পারে, "আপনারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে অত্যন্ত প্রসন্ন থাকতে পারেন, কিন্তু ভবসাগর পার হওয়ার জন্য আপনারা কি করছেন?" সেই প্রসঙ্গে ধ্রুব মহারাজ উত্তর দিয়েছেন যে, তা খুব একটা কঠিন নয়। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা শ্রবণে উন্মত্ত হওয়ার ফলে, অনায়াসেই এই সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। *ভবদ্-গুণ-কথা*—যিনি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *চৈতন্য-চরিতামৃত* থেকে ভগবানের কথা শ্রবণে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, এবং যিনি প্রকৃতপক্ষে সেই পন্থার প্রতি ঠিক একজন নেশাখোরের মতো আসক্ত, তাঁর পক্ষে অজ্ঞানরূপী সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত সহজ। তমসাচ্ছন্ন ভবসাগরকে প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পক্ষে এই অগ্নি নিতান্তই নগণ্য কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে ভক্তিতে মগ্ন থাকেন। যদিও এই জড় জগৎ প্রজ্বলিত অগ্নির মতো, কিন্তু ভক্তের কাছে তা পূর্ণ আনন্দময় বলে প্রতীত হয় (*বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে*)।

ধ্রুব মহারাজের এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভক্তসঙ্গে ভগবানের সেবাই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধনের উপায়। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল অপ্রাকৃত

গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হওয়া যায়, এবং সেখানেও ভগবদ্ভক্তিই সম্পাদন করতে হয়, কারণ এই জগতে এবং চিন্ময় জগতে ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ এক এবং অভিন্ন। ভক্তির কখনও পরিবর্তন হয় না। এই সূত্রে একটি আমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একটি আম কাঁচা অবস্থাতেও আম, এবং যখন তা পাকে, তখন তা আমই থাকে, তবে তা আরও সুস্বাদু এবং আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। তেমনই, সদ্‌গুরুর নির্দেশে এবং শাস্ত্রবিধির নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন হয়, আবার চিৎ-জগতে সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করে ভগবানের সেবা হয়। কিন্তু তা উভয়ই এক। তাতে কোন পরিবর্তন হয় না। পার্থক্য কেবল একটি স্তরে তা অপক্ক এবং অন্য স্তরে তা সুপক্ক এবং অধিকতর আস্বাদ্য। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা লাভ করা যায়।

শ্লোক ১২

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ ।
যে ত্বজ্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ১২ ॥

তে—তারা; **ন**—কখনই না; **স্মরন্তি**—স্মরণ করে; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **ঈশ**—হে ভগবান; **মর্ত্যম্**—জড় শরীর; **যে**—যারা; **চ**—ও; **অনু**—অনুসারে; **অদঃ**—তা; **সুত**—পুত্র; **সুহৃৎ**—বন্ধুবান্ধব; **গৃহ**—গৃহ; **বিত্ত**—সম্পদ; **দারাঃ**—পত্নী; **যে**—যারা; **তু**—তা হলে; **অব্জ-নাভ**—হে কমলনাভ ভগবান; **ভবদীয়**—আপনার; **পদ-অরবিন্দ**—চরণ-কমল; **সৌগন্ধ্য**—সৌরভ; **লুব্ধ**—লাভ করেছে; **হৃদয়েষু**—যে ভক্তের হৃদয়; **কৃত-প্রসঙ্গাঃ**—সঙ্গ করেন।

অনুবাদ

হে কমলনাভ ভগবান! যিনি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সৌরভে নিরন্তর লোলুপ ভক্তের সঙ্গ করেন, তিনি কখনও বিষয়াসক্ত মানুষদের অত্যন্ত প্রিয় যে দেহ, এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব, গৃহ, বিত্ত ও পত্নীর প্রতি আসক্ত হন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেইগুলি গ্রাহ্যই করেন না।

তাৎপর্য

ভক্তির বিশেষ লাভ হচ্ছে এই যে, ভক্ত ভগবানের দিব্য লীলার শ্রবণ এবং মহিমা কীর্তন করে কেবল আনন্দ উপভোগই করেন না, অধিকন্তু তিনি তাঁর শরীরের প্রতিও অনাসক্ত থাকেন। পক্ষান্তরে, যোগীরা কিন্তু তাঁদের দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তাঁরা মনে করেন যে, দেহের কতকগুলি যোগব্যায়াম করে তাঁরা পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধন করতে পারবেন। যোগীরা সাধারণত ভক্তির অনুশীলনে আগ্রহী নন; তাঁরা তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চান। এইগুলি কেবল শারীরিক ব্যাপার মাত্র। ধ্রুব মহারাজ এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ভক্তের তাঁর শরীরের প্রতি আর কোন রকম আসক্তি থাকে না। তিনি জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন, তাই শুরু থেকেই, তিনি শরীর চর্চায় সময়ের অপচয় না করে একজন শুদ্ধ ভক্তের অন্বেষণ করেন এবং কেবলমাত্র তাঁর সঙ্গ করার মাধ্যমে যোগীদের থেকে অনেক উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত যেহেতু জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন, তাই তিনি কখনও তাঁর দেহের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি তাঁর দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, সন্তান-সন্ততি, গৃহ, ধন-সম্পদ ইত্যাদির প্রতি আগ্রহশীল হন না, অথবা এই সমস্ত বিষয় থেকে যে সুখ এবং দুঃখের উদয় হয় তার প্রতিও আসক্ত হন না। এটিই ভগবদ্ভক্ত হওয়ার এক বিশেষ লাভ। জীবনের এই অবস্থা তখনই লাভ করা যায়, যখন মানুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সৌরভ সর্বদা আস্বাদনকারী শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভে আগ্রহশীল হয়।

শ্লোক ১৩

তির্যঙ্নগদ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্য-
মর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্ ।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥ ১৩ ॥

তির্যক্—পশুদের দ্বারা; **নগ**—বৃক্ষসমূহ; **দ্বিজ**—পক্ষী; **সরীসৃপ**—সরীসৃপ; **দেব**—দেবতা; **দৈত্য**—দৈত্য; **মর্ত্য-আদিভিঃ**—মনুষ্য আদির দ্বারা; **পরিচিতম্**—পরিব্যাপ্ত; **সৎ-অসৎ-বিশেষম্**—প্রকট এবং অপ্রকট বৈচিত্র্যের দ্বারা; **রূপম্**—রূপ; **স্থবিষ্ঠম্**—স্থূল বিশ্বের; **অজ**—হে জন্মরহিত; **তে**—আপনার; **মহৎ-আদি**—মহত্তত্ত্ব আদি

কারণের দ্বারা; **অনেকম্**—অনেক কারণ; **ন**—না; **অতঃ**—তা থেকে; **পরম্**—দিব্য; **পরম**—হে পরমেশ্বর; **বেদ্মি**—আমি জানি; **ন**—না; **যত্র**—সেখানে; **বাদঃ**—বিভিন্ন প্রকার বিতর্ক।

অনুবাদ

হে ভগবন্! হে অজ! আমি জানি যে, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী, সরীসৃপ, দেব, দানব, মানুষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার জীবাত্মারা মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি যে, সেই জীবাত্মারা কখনও ব্যক্ত এবং কখনও অব্যক্ত; কিন্তু আমি এই প্রকার পরম রূপ কখনও দর্শন করিনি যা আমি এখন দেখছি। এখন মতবাদ সৃষ্টি করার জন্য তর্ক-বিতর্কের সমাপ্তি হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু সব কিছুই যদিও তাঁকে আশ্রয় করে রয়েছে, তবুও তিনি সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র। সেই একই বিচার এখানে ধ্রুব মহারাজও ব্যক্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করার পূর্বে, তিনি কেবল নানা প্রকার জড় রূপই দর্শন করেছিলেন, এবং জলচর, পক্ষী, পশু ইত্যাদিরূপে যার সংখ্যা হচ্ছে চুরাশি লক্ষ। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে যে, ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, ভগবানের অনন্ত রূপ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভক্তি ব্যতীত, পরম সত্য, পরম পুরুষকে অন্য কোন পন্থার দ্বারা লাভ করা যায় না।

এখানে ধ্রুব মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে যে পূর্ণজ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর পূববর্তী জ্ঞানের অবস্থার তুলনা করেছেন। জীবের কার্য হচ্ছে সেবা করা; যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ভগবানকে জানতে না পারে, ততক্ষণ সে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, সরীসৃপ, দেব-দেবী, মানুষ, দানব ইত্যাদির সেবা করে। দেখা যায় যে, কোন মানুষ একটি কুকুরের সেবা করছে, অন্য কেউ বৃক্ষ এবং লতার সেবা করছে, কেউ দেবতার সেবা করছে। অন্য কেউ মানব-সমাজের সেবা করছে, অথবা অফিসে তার মনিবের সেবা করছে—কিন্তু কেউই কৃষ্ণের সেবা করছে না। সাধারণ মানুষদের কি কথা, এমন কি যারা পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নত, তারাও বড়জোর বিরাটরূপের সেবা করছে, অথবা, ভগবানের পরম রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, ধ্যানের দ্বারা শূন্যের আরাধনা করছে। ধ্রুব মহারাজ কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছেন। ভগবান যখন তাঁর শঙ্খের দ্বারা ধ্রুব মহারাজের মস্তক

স্পর্শ করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল, এবং ধ্রুব মহারাজ ভগবানের চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ এখানে স্বীকার করেছেন যে, তিনি কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্নই ছিলেন না, বয়সেও তিনি ছিলেন শিশু। ভগবান যদি তাঁর শঙ্খের দ্বারা ধ্রুব মহরাজের কপাল স্পর্শ করে তাঁকে আশীর্বাদ না করতেন, তা হলে তাঁর মতো একজন অজ্ঞান শিশুর পক্ষে ভগবানের পরম রূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হত না।

শ্লোক ১৪

কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ণন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে ।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্ম-
গর্ভেদ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ॥ ১৪ ॥

কল্প-অন্তে—কল্প শেষে; **এতৎ**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **অখিলম্**—সমগ্র; **জঠরেণ**—উদরে; **গৃহ্ণন্**—সংবরণ করে; **শেতে**—শয়ন করেন; **পুমান্**—পরম পুরুষ; **স্ব-দৃক্**—নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করে; **অনন্ত**—অনন্তশেষ; **সখঃ**—সঙ্গে; **তৎ-অঙ্কে**—তাঁর কোলে; **যৎ**—যাঁর থেকে; **নাভি**—নাভি; **সিন্ধু**—সমুদ্র; **রুহ**—উদ্ভুত হয়েছিল; **কাঞ্চন**—স্বর্ণময়; **লোক**—লোক; **পদ্ম**—পদ্মের; **গর্ভে**—কর্ণিকায়; **দ্যুমান্**—ব্রহ্মা; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **প্রণতঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **অস্মি**—আমি; **তস্মৈ**—তাঁকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! কল্পান্তে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি শেষনাগের শয্যায় শয়ন করেন, এবং তখন তাঁর নাভি থেকে একটি স্বর্ণময় কমল উত্থিত হয় এবং তাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি হচ্ছেন সেই পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে ধ্রুব মহারাজের জ্ঞান পূর্ণ। *বেদে* বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বম্ এবং বিজ্ঞাতং ভবতি*—ভগবানের দিব্য, অহৈতুকী কৃপার ফলে প্রাপ্ত জ্ঞান এমনই পূর্ণ যে, ভক্তরা সেই জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সমগ্র

সৃষ্টিকে জানতে পারেন। ধ্রুব মহারাজের সামনে ভগবান ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ ভগবানের অন্য দুটি রূপ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং কারণোদকশায়ী (মহা) বিষ্ণু সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। মহাবিষ্ণু সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৮) বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তিলোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

প্রতি কল্পান্তে, সমগ্র জগৎ যখন বিলীন হয়ে যায়, তখন সব কিছু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে, যিনি ভগবানের আদিরূপ শেষনাগের অঙ্কে শয়ন করেন।

যারা ভক্ত নয় তারা বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপ এবং সৃষ্টির বিষয়ে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। কখনও কখনও নাস্তিকেরা তর্ক করে, "গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পুষ্পের নাল উদ্ভব হওয়া কি করে সম্ভব?" তারা মনে করে যে, শাস্ত্রের সমস্ত বাণী হচ্ছে গল্পকথা। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের অনভিজ্ঞতার ফলে এবং মহাজনদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করার ফলে, তারা আরও বেশি করে নাস্তিক হয়ে পড়ে; তারা পরমেশ্বর ভগবানকে বুঝতে পারে না। কিন্তু ভগবানের কৃপায়, ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্ত ভগবানের সমস্ত সৃষ্টি এবং তাদের বিভিন্ন স্থিতি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হন। বলা হয় যে, ভগবানের স্বল্প কৃপাও যিনি লাভ করেছেন, তিনি তাঁর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; আর অন্যরা যুগ-যুগান্ত ধরে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে যেতে পারে, কিন্তু তারা কখনই ভগবানকে জানতে পারবে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্য ব্যতীত ভগবানের দিব্য রূপ অথবা চিৎ-জগৎ এবং সেই জগতের চিন্ময় কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৫

ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ॥ ১৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **নিত্য**—নিত্য; **মুক্ত**—মুক্ত; **পরিশুদ্ধ**—নিষ্কলুষ; **বিবুদ্ধঃ**—পূর্ণ জ্ঞানময়; **আত্মা**—পরমাত্মা; **কূট-স্থঃ**—পরিবর্তন-রহিত; **আদি**—মূল; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **ভগবান্**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান; **ত্রি-অধীশঃ**—তিন গুণের অধীশ্বর; **যৎ**—যেখান থেকে; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির ক্রিয়া; **অবস্থিতিম্**—সমস্ত অবস্থা; **অখণ্ডিতয়া**—অখণ্ডিত; **স্ব-দৃষ্ট্যা**—চিন্ময় দৃষ্টির দ্বারা; **দ্রষ্টা**—আপনি সাক্ষী থাকেন; **স্থিতৌ**—(ব্রহ্মাণ্ডের) পালনের জন্য; **অধিমখঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **ব্যতিরিক্তঃ**—ভিন্ন ভিন্নভাবে; **আস্সে**—আপনি অবস্থিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার অখণ্ড চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা আপনি বুদ্ধির কার্যের সমস্ত অবস্থার পরম সাক্ষী। আপনি নিত্য মুক্ত, আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত, এবং পরমাত্মারূপে আপনার অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয়। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ আদি পরমেশ্বর ভগবান, এবং আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের শাশ্বত ঈশ্বর। তাই আপনি সমস্ত সাধারণ জীব থেকে ভিন্ন। শ্রীবিষ্ণুরূপে আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে পালন করেন, এবং আপনি স্বতন্ত্র থাকলেও সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের পরমেশ্বরত্বের বিরুদ্ধে নাস্তিকেরা তর্ক করে বলে যে, ভগবানের যদি আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, এবং তিনি যদি নিদ্রা যান এবং জাগরিত হন, তা হলে জীবের সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য কোথায়? ধ্রুব মহারাজ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে জীবের অস্তিত্বের সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্বের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তিনি নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখিয়েছেন। ভগবান নিত্য মুক্ত। যখনই তিনি আসেন, এমন কি এই জড় জগতেও, তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ হন না। তাই তাঁর নাম *ত্র্যধীশ* বা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের ঈশ্বর। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলা হয়েছে, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*—সমস্ত জীবেরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ভগবান জড়া প্রকৃতির তিন গুণের ঈশ্বর হওয়ার ফলে, সর্বদাই এই সমস্ত গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত। তাই তিনি নিষ্কলুষ, যে-কথা *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে। জড় জগতের কলুষ পরমেশ্বর ভগবানকে কখনও প্রভাবিত করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, যারা দুরাচারী এবং মূর্খ, তারা তাঁর পরম ভাব না জেনে, তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। পরম ভাব বলতে বোঝায় যে, তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। জড়া প্রকৃতির কলুষ কখনই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না।

ভগবান এবং জীবের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হচ্ছে যে, জীব সর্বদাই অজ্ঞানাচ্ছন্ন। সে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলেও অনেক কিছুই তার অজ্ঞাত। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তা নয়। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানেন, এবং সকলের হৃদয়ের সব কথা তিনি জানেন। সেই সত্য *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(বেদাহং সমতীতানি)*। ভগবান আত্মার অংশ নন—তিনি অপরিবর্তনীয় পরমাত্মা, এবং জীবেরা হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। জীবেরা দৈবী মায়ার পরিচালনায় এই জড় জগতে আসতে বাধ্য হয়, কিন্তু ভগবান যখন আসেন, তখন তিনি *আত্মমায়া* অর্থাৎ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সাহায্যে আসেন। আর তা ছাড়া, জীব অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-সমন্বিত কালের অধীন। তার জীবনের শুরু রয়েছে, সেই শুরু হচ্ছে জন্ম, এবং বদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুতে তার জীবনের সমাপ্তি হয়। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন আদি পুরুষ। *ব্রহ্মসংহিতায়* ব্রহ্মা আদিপুরুষ গোবিন্দকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। জড়-জাগতিক সৃষ্টির আদি রয়েছে কিন্তু ভগবানের আদি নেই। *বেদান্তে* বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—সব কিছুরই জন্ম হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে, কিন্তু তাঁর জন্ম হয় না। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং কারও সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা যায় না। তিনি জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর, তাঁর বুদ্ধিমত্তা সর্ব অবস্থাতেই অখণ্ড, এবং সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা থেকে পৃথক। বেদে (*কঠ উপনিষদ* ২/২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। ভগবান হচ্ছেন পরম পালনকর্তা। জীবের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞের দ্বারা তাঁর সেবা করা, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞফলের প্রকৃত ভোক্তা। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের জীবন, ধন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া। সেটি হচ্ছে জীবের স্বরূপগত ধর্ম। কারণ-সমুদ্রে পরমেশ্বর ভগবানের নিদ্রার সঙ্গে সাধারণ জীবের নিদ্রার কখনও তুলনা করা উচিত নয়। কোন অবস্থাতেই জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের তুলনা করা যায় না। সেই কথা বুঝতে না পেরে, মায়াবাদীরা নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

শ্লোক ১৬

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যাৎ।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ ১৬ ॥

যস্মিন্—যাতে; **বিরুদ্ধ-গতয়ঃ**—পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবের; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনিশম্**—সর্বদা; **পতন্তি**—প্রকাশিত; **বিদ্যা-আদয়ঃ**—জ্ঞান এবং অবিদ্যা ইত্যাদি; **বিবিধ**—বিভিন্ন; **শক্তয়ঃ**—শক্তিসমূহ; **আনুপূর্ব্যাৎ**—নিরন্তর; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **বিশ্ব-ভবম্**—জড় সৃষ্টির কারণ; **একম্**—এক; **অনন্তম্**—অসীম; **আদ্যম্**—আদি; **আনন্দ-মাত্রম্**—কেবল আনন্দময়; **অবিকারম্**—অপরিবর্তনীয়; **অহম্**—আমি; **প্রপদ্যে**—আমার প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রকাশে দুটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব—জ্ঞান এবং অবিদ্যা সতত বিরাজমান। আপনার বিবিধ শক্তি নিরন্তর প্রকাশিত, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অখণ্ড, আদি, অপরিবর্তনীয়, অসীম এবং আনন্দময়, তা হচ্ছে জড় জগতের কারণ। যেহেতু আপনি হচ্ছেন সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, অন্তহীন নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে গোবিন্দের দিব্য দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। পরমেশ্বর ভগবানের সেই অন্তহীন জ্যোতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য গ্রহলোক-সমন্বিত অগণিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান যদিও সর্বকারণের পরম কারণ, ব্রহ্ম নামক তাঁর নির্বিশেষ জ্যোতি হচ্ছে জড় জগতের আপাত কারণ। তাই ধ্রুব মহারাজ ভগবানের সেই নির্বিশেষ রূপের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। যিনি সেই নির্গুণ স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তিনি অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, যাকে এখানে চিন্ময় আনন্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের এই নির্বিশেষ রূপ তাদেরই জন্য, যারা পারমার্থিক মার্গে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সবিশেষ রূপ অথবা চিৎ-জগতের বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। এই প্রকার ভক্তদের বলা হয় জ্ঞানমিশ্র ভক্ত। যেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি পরমতত্ত্বের আংশিক অনুভূতি, তাই ধ্রুব মহারাজ তার প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধিকে দূর থেকে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা এবং অবিদ্যার অধীনে তার বিভিন্ন শক্তি কার্য করছে। এই সমস্ত বিভিন্ন শক্তির ফলে, নিরন্তর বিদ্যা এবং অবিদ্যার প্রকাশ হয়। *ঈশোপনিষদে* বিদ্যা এবং অবিদ্যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, অবিদ্যার

ফলে অথবা জ্ঞানের অভাবে, মানুষ পরমতত্ত্বকে নির্বিশেষ বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভক্তির বিকাশের অনুপাতে নির্বিশেষ এবং সবিশেষ উপলব্ধির বিকাশ হয়। ভক্তিমার্গে আমাদের যতই উন্নতি হয়, ততই আমরা পরমতত্ত্বের সমীপবর্তী হই, যা শুরুতে দূর থেকে দেখার ফলে, নির্বিশেষ বলে মনে হয়।

মানুষ সাধারণত অবিদ্যাশক্তি বা মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকার ফলে, তার জ্ঞান এবং ভক্তি থাকে না। কিন্তু কিছুটা উন্নতির ফলে যখন তিনি জ্ঞানী হন, তখন অধিকতর উন্নতি সাধনের ফলে, তিনি জ্ঞানমিশ্র ভক্তে পরিণত হন। আরও উন্নতি সাধনের পর, তিনি পরমতত্ত্বকে বিবিধ শক্তিসমন্বিত পুরুষ বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। উন্নত স্তরের ভক্ত ভগবানকে এবং তাঁর সৃজনীশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যখন পরমতত্ত্বের সৃজনীশক্তি স্বীকার করা হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যও উপলব্ধ হয়। আরও উন্নত যে ভক্ত তিনি পূর্ণজ্ঞানে ভগবানের চিন্ময় লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সেই স্তরে কেবল দিব্য আনন্দ পূর্ণরূপে আস্বাদন করা যায়। সেই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন যে মানুষ তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কেউ যখন একটি শহর অভিমুখে যাত্রা করে, তখন সে দূর থেকে শহরটি দেখতে পায়। তখন সে বুঝতে পারে যে, শহরটি দূরে অবস্থিত। কিন্তু সে যখন কাছে আসে, তখন সেই শহরের বাড়িগুলির গম্বুজ এবং পতাকা সে দেখতে পায়। কিন্তু সে যখন শহরে প্রবেশ করে, তখন সেখানে বিভিন্ন পথ, উদ্যান, সরোবর, দোকানপাট-সমন্বিত বাজার, এবং সেই বাজারে ক্রয়-বিক্রয়রত মানুষদের সে দেখতে পায়। সে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ দর্শন করে, এবং নৃত্যগীতে আনন্দ-পরায়ণ মানুষদের দেখতে পায়। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে শহরে প্রবেশ করে শহরের সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করে, তখন সে সন্তুষ্ট হয়।

শ্লোক ১৭

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ ।
অপ্যেবমর্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥ ১৭ ॥

সত্য—বাস্তব; **আশিষঃ**—অন্যান্য আশীর্বাদের তুলনায়; **হি**—নিশ্চয়ই; **ভগবন্**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **পাদ-পদ্মম্**—চরণ-কমল; **আশীঃ**—বর; **তথা**—

সেইভাবে; **অনুভজতঃ**—ভক্তদের জন্য; **পুরুষ-অর্থ**—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য; **মূর্তেঃ**—মূর্ত; **অপি**—যদিও; **এবম্**—এইভাবে; **অর্য**—হে ভগবান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরিপাতি**—পালন করে; **দীনান্**—দীন জনকে; **বাশ্রা**—গাভী; **ইব**—মতো; **বৎসকম্**—বৎসকে; **অনুগ্রহ**—কৃপা করার জন্য; **কাতরঃ**—উৎসুক; **অস্মান্**—আমাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! হে পরমেশ্বর! আপনি সমস্ত আশীর্বাদের মূর্ত রূপ। তাই, যিনি অন্য সমস্ত বাসনা-রহিত হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন তাঁর কাছে রাজপদও নিতান্ত নগণ্য হয়ে যায়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার এমনই আশীর্বাদ। গাভী যেমন তার নবজাত বৎসকে দুগ্ধদান করে এবং সমস্ত আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করে পালন করে, আপনিও তেমন আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আমার মতো অজ্ঞান ভক্তকে পালন করুন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর ভক্তির ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। শুদ্ধ ভক্তিতে কোন রকম জড় বাসনা থাকে না, এবং তা মনোধর্মী জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত। শুদ্ধ ভক্তিকে তাই বলা হয় অহৈতুকী। ধ্রুব মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর পিতার রাজ্য লাভের আশায়, ভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা করতে এসেছিলেন। এই প্রকার মিশ্র ভক্ত কখনও প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন না। তাই তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার জন্য তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি অজ্ঞান এবং জড় কামনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ভক্তের বাসনাই কেবল পূর্ণ করেন না, অধিকন্তু তিনি এই প্রকার ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, ঠিক যেমন একটি গাভী তার নবজাত বৎসকে দুগ্ধদান করে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যে ভক্ত সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁকে তিনি বুদ্ধিযোগ দান করেন, যার ফলে তিনি অনায়াসে তাঁর কাছে আসতে পারেন। ভক্তের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অত্যন্ত ঐকান্তিক হওয়া অবশ্য কর্তব্য; তা হলে, তাঁর নানা রকম ভুলত্রুটি হলেও, কৃষ্ণ তাঁকে পরিচালিত করে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেন।

ধ্রুব মহারাজ এখানে ভগবানকে *পুরুষার্থ-মূর্তি* বলে সম্বোধন করেছেন। সাধারণ পুরুষার্থ বলতে ধর্মের অনুশাসন পালন করা অথবা জড়-জাগতিক বর লাভের জন্য ভগবানের পূজা করাকে বোঝায়। জড়-জাগতিক বর লাভের জন্য

প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন। সব রকম প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও কেউ যখন তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে নিরাশ হয়, তখন সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বাসনা করে। এই সমস্ত কার্যকলাপকে বলা হয় *পুরুষার্থ*। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। তাকে বলা হয় *পঞ্চম-পুরুষার্থ* বা জীবনের চরম লক্ষ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ধন-সম্পদ, নামযশ অথবা সুন্দরী স্ত্রী লাভের বর প্রার্থনা করা উচিত নয়। নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সেবা লাভের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। ধ্রুব মহারাজ তাঁর জড়-জাগতিক লাভের বাসনা সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁকে রক্ষা করেন, যাতে তিনি জড়-জাগতিক কামনা-বাসনার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে কখনও বিচ্যুত না হন।

শ্লোক ১৮

মৈত্রেয় উবাচ

অথাভিষ্টুত এবং বৈ সৎসংকল্পেন ধীমতা ।
ভৃত্যানুরক্তো ভগবান্ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **অথ**—তার পর; **অভিষ্টুতঃ**—পূজিত হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **সৎ-সংকল্পেন**—ধ্রুব মহারাজের দ্বারা, যাঁর হৃদয়ে কেবল সৎ বাসনাই ছিল; **ধী-মতা**—যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **ভৃত্য-অনুরক্তঃ**—ভক্তের প্রতি যিনি অত্যন্ত অনুকূল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রতিনন্দ্য**—তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলেছিলেন—হে বিদুর! সৎ বাসনায় পূর্ণ অন্তঃকরণ-সমন্বিত ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক ।
তৎপ্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত ॥ ১৯ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বেদ**—জানি; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমার; **ব্যবসিতম্**—দৃঢ়সঙ্কল্প; **হৃদি**—হৃদয়ে; **রাজন্য-বালক**—হে রাজপুত্র; **তৎ**—তা; **প্রযচ্ছামি**—আমি তোমাকে দান করব; **ভদ্রম্**—সর্ব সৌভাগ্য; **তে**—তোমাকে; **দুরাপম্**—যদিও তা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; **অপি**—সত্ত্বেও; **সু-ব্রত**—যে পবিত্র ব্রত ধারণ করেছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ, এবং আমি তোমার অন্তরের বাসনা সম্বন্ধে অবগত। যদিও তোমার অভিলাষ অত্যন্ত উচ্চ এবং পূর্ণ করা অত্যন্ত কঠিন, তা সত্ত্বেও আমি তোমার সেই বাসনা পূর্ণ করব। তোমার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন, "তোমার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।" প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজ অন্তরে অত্যন্ত ভয়ভীত ছিলেন, কেননা তিনি জড়-জাগতিক লাভের আশায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং তা তাঁর ভগবৎ প্রেম লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৪) বলা হয়েছে, *ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাম্*—যারা জড় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, তারা ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। ধ্রুব মহারাজ এমন একটি রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, যা ব্রহ্মলোক থেকেও উত্তম, সেই কথা সত্য। এটি ক্ষত্রিয়ের একটি স্বাভাবিক বাসনা। তিনি তখন ছিলেন মাত্র পাঁচ বছর বয়স্ক একটি বালক, এবং তাঁর শিশুসুলভ চপলতায় তিনি এমন একটি রাজ্য লাভের কামনা করেছিলেন, যা তাঁর পিতার, পিতামহের অথবা প্রপিতামহের রাজ্য থেকেও অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ। তাঁর পিতা উত্তানপাদ ছিলেন মনুর পুত্র এবং মনু ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র। ধ্রুব মহারাজ তাঁর এই সমস্ত মহান পূর্বপুরুষদের অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজের শিশুসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে ভগবান অবগত ছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজকে ব্রহ্মার থেকেও উন্নত পদ প্রদান করা কি করে সম্ভব?

ভগবান ধ্রুব মহারাজকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি ভগবৎ প্রেম থেকে বঞ্চিত হবেন না। ধ্রুব মহারাজ যে শিশুসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে, জড়-জাগতিক বাসনা পোষণ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে একজন মহান ভক্ত হওয়ার শুদ্ধ অভিলাষ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে চিন্তা না করতে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সাধারণত ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য দান করেন না। শুদ্ধ ভক্ত চাইলেও তিনি তা দান করেন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের ক্ষেত্রে তিনি তা করেননি। ভগবান জানতেন যে, তিনি ছিলেন এমনই একজন মহান ভক্ত, যিনি জড় ঐশ্বর্য লাভ করা সত্ত্বেও ভগবৎ প্রেম থেকে বিচলিত হবেন না। এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে বোঝা যায় যে, অত্যন্ত যোগ্য ভক্ত জড় সুখভোগের সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও ভগবানের প্রেমময়ী ভক্তি সম্পাদন করেন। এটি অবশ্য ধ্রুব মহারাজের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা।

শ্লোক ২০-২১

নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্‌ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি ।
যত্র গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্ ॥ ২০ ॥
মেঢ্যাং গোচক্রবৎস্থাস্নু পরস্তাৎকল্পবাসিনাম্ ।
ধর্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শুক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ ।
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎসতারকাঃ ॥ ২১ ॥

ন—কখনই না; **অন্যৈঃ**—অন্যের দ্বারা; **অধিষ্ঠিতম্**—শাসিত; **ভদ্র**—প্রিয় বালক; **যৎ**—যা; **ভ্রাজিষ্ণু**—দেদীপ্যমান; **ধ্রুব-ক্ষিতি**—ধ্রুবলোক নামক স্থান; **যত্র**—যেখানে; **গ্রহ**—গ্রহ; **ঋক্ষ**—নক্ষত্রপুঞ্জ; **তারাণাম্**—তারকারাজির; **জ্যোতিষাম্**—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দ্বারা; **চক্রম্**—পরিবেষ্টিত; **আহিতম্**—করা হয়; **মেঢ্যাম্**—মধ্যবর্তী দণ্ডের চারপাশে; **গো**—বলদসমূহের; **চক্র**—বহু সংখ্যক; **বৎ**—সদৃশ; **স্থাস্নু**—স্থির; **পরস্তাৎ**—অতীত; **কল্প**—ব্রহ্মার একদিন (কল্প); **বাসিনাম্**—বসবাসকারীদের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **কশ্যপঃ**—কশ্যপ; **শুক্র**—শুক্র; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **যে**—যাঁরা সকলে; **বন-ওকসঃ**—বনবাসী; **চরন্তি**—বিচরণ করে; **দক্ষিণী-কৃত্য**—ডান দিকে রেখে; **ভ্রমন্তঃ**—প্রদক্ষিণ করে; **যৎ**—যে গ্রহ; **স-তারকাঃ**—সমস্ত তারকারাজি সহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ধ্রুব! আমি তোমাকে ধ্রুবলোক নামক এক উজ্জ্বল গ্রহ প্রদান করব, যার অস্তিত্ব কল্পান্তে প্রলয়ের পরেও অক্ষুণ্ণ থাকবে। সমস্ত সৌরমণ্ডল, গ্রহ এবং নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত সেই লোকে এখনও পর্যন্ত কেউ আধিপত্য করেনি। নভোমণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ্ক সেই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে,

ঠিক যেমন বলদসমূহ শস্য মাড়াইয়ের সময় মেধীদণ্ডের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, শুক্র আদি মহর্ষিগণ অধ্যুষিত নক্ষত্ররাজি সেই ধ্রুব নক্ষত্রকে দক্ষিণে রেখে সতত প্রদক্ষিণ করে।

তাৎপর্য

যদিও ধ্রুব নক্ষত্র ধ্রুব মহারাজ অধিকার করার পূর্বেও বিরাজমান ছিল, কিন্তু তার কোন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ছিল না। ধ্রুবলোক হচ্ছে সমস্ত নক্ষত্ররাজি এবং সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র, কারণ বলদ যেমন শস্য মাড়াইয়ের সময় মেধীদণ্ডের চারপাশে পরিভ্রমণ করে, তারা সকলেই ঠিক তেমনইভাবে ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করে। ধ্রুব মহারাজ সমস্ত লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, এবং যদিও তা ছিল তাঁর শিশুসুলভ প্রার্থনা, তবুও ভগবান তাঁর সেই আবেদনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। একটি শিশু তার পিতার কাছে এমন কোন বস্তু চাইতে পারে, যা তিনি পূর্বে কাউকে দেননি, তবুও তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত পিতা তাকে তা দিতে পারেন; তেমনই, এই অনুপম ধ্রুবলোকটি ভগবান ধ্রুব মহারাজকে দান করেছিলেন। এই গ্রহটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে যাওয়ার পরেও এই গ্রহটি বর্তমান থাকে, এমন কি ব্রহ্মার দিনান্তে যে প্রলয় হয়, তখনও তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রলয় দুই প্রকার, একটি হচ্ছে ব্রহ্মার রাত্রিতে এবং অন্যটি ব্রহ্মার জীবনান্তে। ব্রহ্মার আয়ু শেষ হয়ে গেলে, বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। ধ্রুব মহারাজ তাঁদের মধ্যে একজন। ভগবান ধ্রুব মহারাজকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের আংশিক প্রলয়ের পরেও তিনি থাকবেন। এইভাবে পূর্ণ প্রলয়ের পর, ধ্রুব মহারাজ চিদাকাশে চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, ধ্রুবলোক হচ্ছে শ্বেতদ্বীপ, মথুরা অথবা দ্বারকার মতো একটি লোক। এইগুলি হচ্ছে ভগবদ্ধামের শাশ্বত লোক, যার বর্ণনা *ভগবদ্গীতায়* করা হয়েছে *(তদ্ধাম পরমম্)* এবং *বেদে* বলা হয়েছে *(ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ)*। *পরস্তাৎ কল্প-বাসিনাম্* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে, 'প্রলয়ের পর যে-সমস্ত স্থান বিনষ্ট হয়ে যায় তার অতীত,' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ধ্রুব মহারাজ যে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হবেন, সেই সম্বন্ধে পরমেশ্বর ভগবান আশ্বাস দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

প্রস্থিতে তু বনং পিত্রা দত্ত্বা গাং ধর্মসংশ্রয়ঃ ।
ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং রক্ষিতাব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

প্রস্থিতে—প্রস্থান করার পর; **তু**—কিন্তু; **বনম্**—বনে; **পিত্রা**—তোমার পিতার দ্বারা; **দত্ত্বা**—প্রদত্ত; **গাম**—সমগ্র পৃথিবী; **ধর্ম-সংশ্রয়ঃ**—ধর্মের দ্বারা রক্ষিত; **ষট্-ত্রিংশৎ**—ছত্রিশ; **বর্ষ**—বছর; **সাহস্রম্**—এক হাজার; **রক্ষিতা**—তুমি শাসন করবে; **অব্যাহত**—অবিচলিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি।

অনুবাদ

যখন তোমার পিতা তোমার হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করে বনে গমন করবেন, তখন তুমি ছত্রিশ হাজার বছর ধরে অপ্রতিহতভাবে সমগ্র পৃথিবী শাসন করবে। তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখনকার মতোই শক্তিশালী থাকবে। তুমি কখনও বৃদ্ধ হবে না।

তাৎপর্য

সত্যযুগে মানুষ সাধারণত এক লক্ষ বছর জীবিত থাকতেন। তাই, ধ্রুব মহারাজের পক্ষে ছত্রিশ হাজার বছর ধরে রাজ্যশাসন করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল।

শ্লোক ২৩

ত্বদ্‌ভ্রাতর্যুত্তমে নষ্টে মৃগয়ায়াং তু তন্মনাঃ ।
অন্বেষন্তী বনং মাতা দাবাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি ॥ ২৩ ॥

ত্বৎ—তোমার; **ভ্রাতরি**—ভ্রাতা; **উত্তমে**—উত্তম; **নষ্টে**—নিহত হলে; **মৃগয়ায়াম্**—মৃগয়ার সময়; **তু**—তখন; **তৎ-মনাঃ**—অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে; **অন্বেষন্তী**—তাকে খুঁজতে; **বনম্**—বনে; **মাতা**—মাতা; **দাব-অগ্নিম্**—দাবাগ্নিতে; **সা**—সে; **প্রবেক্ষ্যতি**—প্রবেশ করবেন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে, তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করতে বনে গিয়ে নিহত হবে, এবং তখন তোমার বিমাতা সুরুচি তার পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে তাকে খুঁজতে বনের মধ্যে দাবানলে প্রবেশ করবে।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবানকে খুঁজতে বনে এসেছিলেন। ধ্রুবকে তাঁর বিমাতা অপমান করেছিলেন, যিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, এবং যিনি ছিলেন একজন মহান বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের চরণ-কমলে

অপরাধ সব চাইতে বড় অপরাধ। ধ্রুব মহারাজকে অপমান করার ফলে, সুরুচি তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে শোকে পাগলিনীর মতো বনে দাবানলে প্রবেশ করবেন, এবং এইভাবে তাঁর জীবন অবসান হবে। ভগবান ধ্রুবকে সেই কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, কারণ তিনি তার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, আমরা যেন কখনও কোন বৈষ্ণবকে অপমান না করি। কেবল বৈষ্ণবকেই নয়, অনর্থক কোন প্রাণীকেই অপমান করা উচিত নয়। সুরুচি যখন ধ্রুব মহারাজকে অপমান করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন একজন শিশু। সুরুচি অবশ্য জানতেন না যে, ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন একজন মহান বৈষ্ণব। অতএব তিনি অজ্ঞাতসারে অপরাধ করেছিলেন। কেউ যখন অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবের সেবা করেন, তখন তিনি সুফল লাভ করেন, এবং কেউ যদি অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণব অপরাধ করে, তখন তাকে তার কুফল ভোগ করতে হয়। বৈষ্ণব ভগবানের বিশেষ কৃপা পাত্র। বৈষ্ণবকে প্রসন্ন অথবা অপ্রসন্ন করলে, প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা অথবা অপ্রসন্নতা সাধিত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর রচিত গুর্ব্বষ্টকে গেয়েছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ*—শুদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের ফলে ভগবান প্রসন্ন হন, কিন্তু কেউ যদি শ্রীগুরুদেবকে অপ্রসন্ন করেন, তা হলে তার যে কি গতি হবে তা কেউ বলতে পারে না।

শ্লোক ২৪

ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ ।
ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যসি ॥ ২৪ ॥

ইষ্ট্বা—পূজা করে; **মাম্**—আমাকে; **যজ্ঞ-হৃদয়ম্**—সমস্ত যজ্ঞের হৃদয়; **যজ্ঞৈঃ**—মহান যজ্ঞের দ্বারা; **পুষ্কল-দক্ষিণৈঃ**—প্রভূত দান বিতরণ করে; **ভুক্ত্বা**—ভোগ করার পর; **চ**—ও; **ইহ**—এই জগতে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **সত্যাঃ**—সত্য; **অন্তে**—শেষে; **মাম্**—আমাকে; **সংস্মরিষ্যসি**—স্মরণ করতে সমর্থ হবে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—আমি সমস্ত যজ্ঞের হৃদয়। তুমি বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে এবং প্রভূত দানও করবে। এইভাবে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুখের আশীর্বাদ ভোগ করতে পারবে, এবং জীবনান্তে তুমি আমাকে স্মরণ করতে পারবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হচ্ছে কিভাবে অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে হয়। *অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ*—আমাদের সমস্ত পারমার্থিক কার্যকলাপের সার্থকতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করা। নিরন্তর ভগবৎ স্মৃতি বিভিন্নভাবে ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজের জীবন এতই পবিত্র হবে যে, তিনি কখনও ভগবানকে ভুলবেন না। এইভাবে তিনি অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করবেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই জড় জগৎকে উপভোগ করবেন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য নয়, পক্ষান্তরে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য। *বেদে* বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যখন মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে দান করা। সেই দান কেবল ব্রাহ্মণদেরই নয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদেরও দেওয়া হয়। এখানে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজ এই সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবেন। এই কলিযুগের মহাযজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের সঠিক উপদেশ মানুষদের শিক্ষা দেওয়া (এবং নিজেরাও সেই শিক্ষা লাভ করা)। এইভাবে আমরা নিরন্তর সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারব এবং নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারব। তা হলে অন্তিম সময়ে আমরা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে সক্ষম হব, এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এই যুগে অর্থদানের পরিবর্তে প্রসাদ বিতরণ করাই বিধি। দান করার মতো যথেষ্ট অর্থ কারোরই নেই, কিন্তু আমরা যদি যথাসম্ভব কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করি, তা হলে তা অর্থ বিতরণের থেকেও অধিক মহত্ত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৫

ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ।
উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ততে গতঃ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তার পর; **গন্তা অসি**—তুমি যাবে; **মৎ-স্থানম্**—আমার ধামে; **সর্ব-লোক**—সমস্ত গ্রহমণ্ডলীর দ্বারা; **নমঃ-কৃতম্**—পূজিত; **উপরিষ্টাৎ**—উপরে অবস্থিত; **ঋষিভ্যঃ**—ঋষিদের গ্রহলোক থেকেও; **ত্বম্**—তুমি; **যতঃ**—যেখান থেকে; **ন**—কখনই না; **আবর্ততে**—ফিরে আসে; **গতঃ**—একবার সেখানে যাওয়ার পর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ধ্রুব! তোমার জড়-জাগতিক জীবনের পর এই শরীরে তুমি আমার লোকে যাবে, যা সর্বদা অন্য সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা নমস্কৃত। তা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে এবং সেখানে একবার গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নাবর্ততে* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান বলেছেন, "তোমাকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হবে না, কারণ তুমি *মৎস্থানম্* অর্থাৎ আমার ধাম প্রাপ্ত হবে।" অতএব ধ্রুবলোক হচ্ছে এই জড় জগতে শ্রীবিষ্ণুর ধাম। তার উপরে রয়েছে ক্ষীর সমুদ্র, এবং সেই সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামক একটি দ্বীপ রয়েছে। স্পষ্টভাবে সূচিত হয়েছে যে, এই লোক সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে, এবং যেহেতু এই গ্রহটি হচ্ছে বিষ্ণুলোক, তাই অন্য সমস্ত গ্রহের দ্বারা তা পূজিত হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের সময় ধ্রুবলোকের কি হবে। তার উত্তরটি অত্যন্ত সরল—এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বৈকুণ্ঠলোকের মতো ধ্রুবলোক বিরাজমান থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, *নাবর্ততে* শব্দটি সূচিত করে যে; সেই গ্রহলোক শাশ্বত।

শ্লোক ২৬

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যর্চিতঃ স ভগবানতিদিশ্যাত্মনঃ পদম্ ।
বালস্য পশ্যতো ধাম স্বমগাদ্গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অর্চিত**—সম্মানিত এবং পূজিত হয়ে; **সঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভগবান্**—ভগবান; **অতিদিশ্য**—প্রদান করে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **পদম্**—বাসস্থান; **বালস্য**—যখন সেই বালকটি; **পশ্যতঃ**—দেখছিল; **ধাম**—তাঁর ধামে; **স্বম্**—নিজের; **অগাৎ**—তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **গরুড়-ধ্বজঃ**—ভগবান বিষ্ণু, যাঁর ধ্বজা গরুড় চিহ্নসমন্বিত।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—বালক ধ্রুব মহারাজ দ্বারা পূজিত এবং সম্মানিত হয়ে এবং তাঁকে তাঁর স্বীয় ধাম প্রদান করে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে তাঁর স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধ্রুব মহারাজকে তাঁর স্বীয় ধাম প্রদান করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৬) তাঁর সেই ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।*

শ্লোক ২৭

সোঽপি সংকল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্ ।
প্রাপ্য সংকল্পনির্বাণং নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎপুরম্ ॥ ২৭ ॥

সঃ—তিনি (ধ্রুব মহারাজ); **অপি**—যদিও; **সংকল্প-জম্**—ঈপ্সিত ফল; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পাদ-সেবা**—চরণ-কমলের সেবার দ্বারা; **উপসাদিতম্**—লাভ করেছিলেন; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সংকল্প**—তাঁর ঈপ্সিত; **নির্বাণম্**—সন্তুষ্টি; **ন**—না; **অতিপ্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন; **অভ্যগাৎ**—তিনি ফিরে গিয়েছিলেন; **পুরম্**—তাঁর গৃহে।

অনুবাদ

ভগবানের চরণ-কমলের উপাসনার দ্বারা ধ্রুব মহারাজ তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রসন্ন হননি। এইভাবে তিনি তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে, ভক্তিপূর্বক ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের থেকেও উচ্চতর কোন পদ প্রাপ্ত হতে, এবং যদিও ধ্রুব মহারাজ একটি ছোট্ট শিশু ছিলেন বলে তাঁর সেই সংকল্পটি শিশুসুলভ ছিল, তবুও পরমেশ্বর ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ এমনই একটি উচ্চপদ চেয়েছিলেন, যা তাঁর পরিবারের কেউ কখনও পূর্বে প্রাপ্ত হননি। তাই ভগবান তাঁকে সেই লোক প্রদান করেছিলেন, যেখানে তিনি স্বয়ং বাস করেন, এবং তার ফলে ধ্রুব মহারাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তিনি খুব একটা প্রসন্নতাবোধ করেননি, কারণ শুদ্ধ ভক্তিতে যদিও ভগবানের

কাছ থেকে কোন কিছু চাওয়া উচিত নয়, তবুও তিনি তাঁর শিশুসুলভ স্বভাবের ফলে, ভগবানের কাছে কিছু পাওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান যদিও তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন, তবুও তিনি প্রসন্নতা অনুভব করেননি। পক্ষান্তরে ভগবানের কাছে কিছু চাওয়ার ফলে, এবং সেই চাওয়াটি অনুচিত ছিল বলে, তিনি লজ্জাবোধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

বিদুর উবাচ

সুদর্লভং যৎপরমং পদং হরে-
র্মায়াবিনস্তচ্চরণার্চনার্জিতম্ ।
লব্ধাপ্যসিদ্ধার্থমিবৈকজন্মনা
কথং স্বমাত্মানমমন্যতার্থবিৎ ॥ ২৮ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর প্রশ্ন করলেন; **সুদুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **যৎ**—যা; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—পদ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়া-বিনঃ**—অত্যন্ত স্নেহশীল; **তৎ**—তাঁর; **চরণ**—পাদপদ্ম; **অর্চন**—পূজা করার দ্বারা; **অর্জিতম্**—লাভ করেছিলেন; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়ে; **অপি**—যদিও; **অসিদ্ধ-অর্থম্**—অপূর্ণ; **ইব**—যেন; **এক-জন্মনা**—এক জন্মে; **কথম্**—কেন; **স্বম্**—নিজের; **আত্মানম্**—হৃদয়; **অমন্যত**—অনুভব করেছিলেন; **অর্থ-বিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর প্রশ্ন করলেন—হে ব্রাহ্মণ! ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং কৃপাময় ভগবানের প্রসন্নতা বিধানকারী শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল তা লাভ করা যায়। এক জন্মেই ধ্রুব মহারাজ তা লাভ করেছিলেন, এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিবেকী। তা হলে, কেন তিনি প্রসন্ন হননি?

তাৎপর্য

মহাত্মা বিদুরের প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই প্রসঙ্গে *অর্থ-বিৎ* শব্দটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে বাস্তব এবং অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম। *অর্থ-বিৎ*কে পরমহংসও বলা হয়। পরমহংস কেবল প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করেন। হংস যেমন দুধ ও জলের মিশ্রণ থেকে কেবল দুধ গ্রহণ করে, ঠিক

তেমনই পরমহংস সমস্ত জড়-জাগতিক বস্তু পরিত্যাগ করে ভগবানকে কেবল তাঁর জীবনের সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেন। ধ্রুব মহারাজ সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন, এবং তাঁর সংকল্পের ফলে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অপ্রসন্ন ছিলেন।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্ ।
নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং তস্মাত্তাপমুপেয়িবান্ ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচঃ—মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন; **মাতুঃ**—তাঁর মাতার; **স-পত্ন্যাঃ**—সতীনের; **বাক্-বাণৈঃ**—কটু বচনরূপী বাণের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিদ্ধঃ**—বিদ্ধ; **তু**—তখন; **তান্**—তারা সকলে; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **ন**—না; **ঐচ্ছৎ**—বাসনা করেছিলেন; **মুক্তি-পতেঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম মুক্তিদান করে, সেই ভগবানের থেকে; **মুক্তিম্**—মুক্তি; **তস্মাৎ**—অতএব; **তাপম্**—শোক; **উপেয়িবান্**—ভোগ করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—ধ্রুব মহারাজের হৃদয় তাঁর বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি যখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত করেছিলেন, তখনও তিনি তাঁর বিমাতার দুর্ব্যবহার ভুলতে পারেননি। তিনি এই জড় জগৎ থেকে প্রকৃত মুক্তি প্রার্থনা করেননি। তাই তাঁর ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর সামনে এসেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরের জড় বাসনার জন্য তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই মহত্ত্বপূর্ণ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বহু মহান আচার্য ভাষ্য প্রদান করেছেন। জীবনের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ধ্রুব মহারাজ কেন প্রসন্ন হননি? শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই সব রকম জড় বাসনা থেকে মুক্ত। জড় জগতে মানুষের জড় বাসনাগুলির সব কটিই প্রায় আসুরিক, মানুষ পরস্পরের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন, এবং তারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়, তারা এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে চায়, এবং এইভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ অধ্যায়ে তা আসুরিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ

ভক্ত ভগবানের কাছ থেকে কিছুই চান না। তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করা, এবং ভবিষ্যতে যে কি হবে, সেই সম্বন্ধে তিনি কোন চিন্তাই করেন না। *মুকুন্দমালা-স্তোত্রে* মহারাজ কুলশেখর প্রার্থনা করেছেন—"হে ভগবান! আমি এই জড় জগতে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কোন পদ লাভ করতে চাই না। আমি কেবল চাই, যেন নিরন্তর আপনার সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।" তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* প্রার্থনা করেছেন, "হে ভগবান! আমি ধন চাই না, জন চাই না, এবং সুন্দরী স্ত্রীও চাই না। আমি কেবল চাই যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আপনার সেবা করতে পারি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুক্তিও কামনা করেননি।

এই শ্লোকে বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় বলেছেন যে, তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ মুক্তির কথা চিন্তা করেননি, এবং মুক্তি যে কি তাও তিনি জানতেন না। তাই তিনি মুক্তিকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করতে পারেননি। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তও মুক্তি চান না। তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত, তাই তিনি ভগবানের কাছ থেকে কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না। ধ্রুব মহারাজ যখন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সম্মুখে পরমেশ্বর ভগবানকে দেখেছিলেন, তখন তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ তখন তিনি *বসুদেব* স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। বসুদেব পদ হচ্ছে সেই অবস্থা যাতে জড়-জাগতিক কলুষ অনুপস্থিত থাকে, অর্থাৎ তখন আর সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণের কোন রকম প্রভাব থাকে না, তাই তখন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়। যেহেতু বসুদেব স্তরে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়, তাই ভগবানের আর এক নাম বাসুদেব।

ধ্রুব মহারাজ এমনই একটি উচ্চ পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মা পর্যন্ত লাভ করতে পারেননি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রতি এতই কৃপাময়, বিশেষ করে ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্তের প্রতি, যিনি পাঁচ বছর বয়সে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে নির্মল না হতে পারে, কিন্তু ভগবান তাঁর সেই উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করেননি; তিনি কেবল তাঁর সেবাই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভক্তের যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তা জানতে পারেন, এবং তাই তিনি ভক্তের জড়-জাগতিক বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। এইগুলি ভক্তের প্রতি ভগবানের কয়েকটি বিশেষ অনুগ্রহ।

ধ্রুব মহারাজকে ধ্রুবলোক দান করা হয়েছিল, যেখানে কোন বদ্ধ জীব কখনও

বাস করেনি। ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও ধ্রুবলোকে প্রবেশাধিকার পাননি। এই ব্রহ্মাণ্ডে যখনই কোন সঙ্কট দেখা দেয়, তখন দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে দর্শন করতে যান, এবং তাঁরা ক্ষীর সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন। তাঁরা ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মার থেকেও উচ্চতর পদ লাভ করার জন্য ধ্রুব মহারাজের যে বাসনা তা পূর্ণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ভগবান তাঁকে তাঁর স্বীয় লোক দান করেছিলেন।

এই শ্লোকে ভগবানকে *মুক্তি-পতি* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, 'সর্ব প্রকার মুক্তি যাঁর শ্রীপাদপদ্মের নীচে থাকে।' মুক্তি পাঁচ প্রকার—সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি। এই পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিটি ভগবানের সেবায় যুক্ত ভগবদ্ভক্ত কখনও গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীরাই কেবল সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে চায়; কারণ তারা ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। বহু তত্ত্বজ্ঞ মনীষীদের মতে, এই সাযুজ্য মুক্তিকে পাঁচ প্রকার মুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মুক্তি নয়, কারণ সাযুজ্য মুক্তি থেকে পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইকথা আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) দেখতে পাই, যেখানে বলা হয়েছে *পতন্তি অধঃ*, অর্থাৎ, 'তাদের পুনরায় অধঃপতন হয়।' অদ্বৈতবাদীরা কঠোর তপস্যা করার পর, ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতিতে লীন হয়ে যায়, কিন্তু জীব সর্বদাই প্রেমের আদান-প্রদান করতে চায়। তাই, ভগবানের দেহনির্গত জ্যোতির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অদ্বৈতবাদীরা ভগবানের সঙ্গ করার সুযোগ না পাওয়ার ফলে এবং তাঁর সেবা করতে না পারার ফলে, পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়, এবং মানবতাবাদ, পরার্থবাদ এবং লোকহিতৈষণা ইত্যাদি জড়-জাগতিক পরোপকারের মাধ্যমে তারা তাদের সেবা করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। এই প্রকার অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এমন কি বড় বড় মায়াবাদী সন্ন্যাসীদেরও অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বৈষ্ণব দার্শনিকেরা তাই সাযুজ্য মুক্তিকে মুক্তির স্তরে গণনা করেন না। তাঁদের মতে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে মায়ার সেবার পরিবর্তে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন যে, জীবের স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের দাসত্ব করা। সেটি হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। কেউ যখন তাঁর কৃত্রিম অবস্থা ত্যাগ করে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁকে বলা হয় মুক্ত। *ভগবদ্গীতায়* সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—যিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত

হয়েছেন, তাঁকে মুক্ত বা *ব্রহ্মভূত* বলে মনে করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হন। *পদ্মপুরাণেও* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, মুক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

মহর্ষি মৈত্রেয় বিশ্লেষণ করেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ প্রথমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার বাসনা করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রপিতামহের থেকেও উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিলেন। সেটি ভগবানের সেবা নয়, সেটি ইন্দ্রিয়ের সেবা। কেউ যদি ব্রহ্মার পদও প্রাপ্ত হন, যা এই জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ, তা সত্ত্বেও তিনি বদ্ধ জীব। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে, কেউ যখন প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি দেবতাদের একটি পিপীলিকার সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। তার কারণ হচ্ছে যে, একটি পিপীলিকারও যেমন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের বাসনা রয়েছে, তেমনি ব্রহ্মার মতো মহান ব্যক্তিরও জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনা রয়েছে।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করা। বদ্ধ জীবেদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তার মূল কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের জ্ঞানের গর্বে গর্বিত, কারণ তাঁরা জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, এটিই হচ্ছে মানব-সভ্যতার প্রগতি—যত বেশি করে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা যায়, ততই তাঁরা উন্নত হয়েছেন বলে মনে করেন। প্রথমে ধ্রুব মহারাজের প্রবৃত্তিও সেই রকমই ছিল। তিনি ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়ে, এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চেয়েছিলেন। তাই অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের আবির্ভাবের পর, যখন ধ্রুব মহারাজ তাঁর সংকল্প এবং অন্তিমরূপে প্রাপ্ত পুরস্কারের তুলনা করেছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি কেবল কতকগুলি ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো চেয়েছিলেন কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বহু দুর্মূল্য হীরক রত্ন পেয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যে ভগবানের কাছে ব্রহ্মার থেকেও উচ্চ পদ প্রার্থনা করেছিলেন তা কত নগণ্য।

ধ্রুব মহারাজ ভগবানকে দর্শন করে যখন *বসুদেব* পদে স্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কি চেয়েছিলেন এবং কি পেয়েছেন তা বুঝতে পেরে, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার রাজ্য ত্যাগ করে, মধুবনে গিয়ে নারদ মুনির মতো সদ্গুরু প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও,

তিনি যে তখনও তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এবং এই জড় জগতে এক অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন, সেই কথা মনে করে তাঁর সব চাইতে বেশি লজ্জা হয়েছিল। ভগবানের কাছ থেকে বাঞ্ছিত বর লাভ করা সত্ত্বেও এইগুলি ছিল তাঁর বিষণ্ণ হওয়ার কারণ।

ধ্রুব মহারাজ যখন বাস্তবিকভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারের বাসনা পোষণ করার কোন প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি জানতেন ধ্রুব মহারাজ তা চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি তাঁকে তা দান করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজকে নির্দেশ দেওয়ার সময়, ভগবান *বেদাহম্* শব্দটির প্রয়োগ করেছেন, কারণ যেহেতু ধ্রুব মহারাজ জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করেছিলেন, তাই ভগবান তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কথা জানতেন। মানুষের মনের সমস্ত কথা ভগবান জানেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—*বেদাহং সমতীতানি*।

ভগবান ধ্রুব মহারাজের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রতি প্রতিশোধের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল, তাঁর প্রপিতামহের থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভের বাসনাও পূর্ণ হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে ধ্রুবলোকে তাঁর নিত্য স্থিতিও নির্ধারিত হয়েছিল। যদিও ধ্রুব মহারাজ শাশ্বত লোক প্রাপ্তির কল্পনাও করেননি, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিচার করেছিলেন, "এই জড় জগতে উচ্চ পদ লাভ করে ধ্রুব কি করবে?" তাই তিনি ধ্রুব মহারাজকে ছত্রিশ হাজার বছর ধরে, অপরিবর্তনীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এই জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজারূপে বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। আর, তার পর সমস্ত জড় সুখভোগ করার পর, ধ্রুব চিৎ-জগতের অন্তর্গত ধ্রুবলোকে উন্নীত হবেন।

শ্লোক ৩০

ধ্রুব উবাচ

সমাধিনা নৈকভবেন যৎপদং
বিদুঃ সনন্দাদয় ঊর্ধ্বরেতসঃ ।
মাসৈরহং ষড়্ভিরমুষ্য পাদয়ো-
শ্ছায়ামুপেত্যাপগতঃ পৃথঙ্মতিঃ ॥ ৩০ ॥

ধ্রুবঃ উবাচ—ধ্রুব মহারাজ বললেন; **সমাধিনা**—সমাধি যোগের দ্বারা; **ন**—কখনই নয়; **এক-ভবেন**—এক জন্মে; **যৎ**—যা; **পদম্**—পদ; **বিদুঃ**—উপলব্ধ হয়েছে; **সনন্দ-আদয়ঃ**—সনন্দন প্রমুখ চার ব্রহ্মচারী; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—ঊর্ধ্বরেতা; **মাসৈঃ**—কয়েক মাসের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **ষড়্ভিঃ**—ছয়; **অমুষ্য**—তাঁর; **পাদয়োঃ**—পাদপদ্মের; **ছায়াম্**—আশ্রয়; **উপেত্য**—লাভ করে; **অপগতঃ**—অধঃপতিত; **পৃথক্-মতিঃ**—ভগবান ব্যতীত অন্য বস্তুতে স্থিত আমার মন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ মনে মনে ভাবলেন—ভগবানের চরণ-কমলের আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা করা কোন সহজ কাজ নয়, কারণ সনন্দন প্রমুখ মহান ব্রহ্মচারীরাও সমাধিতে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা করে বহু জন্মের পর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমি কেবল ছয় মাসের মধ্যেই সেই ফল প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তবুও, ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয়ে অভিলাষ থাকার ফলে, আমি অধঃপতিত হয়েছি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ধ্রুব মহারাজ স্বয়ং তাঁর বিষণ্ণতার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমে তিনি অনুতাপ করেছেন যে, প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা সহজ নয়। সনন্দন, সনক, সনাতন এবং সনৎকুমার—এই চারজন ব্রহ্মচারীর মতো মহাপুরুষদেরও বহু বহু জন্ম ধরে যোগ অভ্যাস করে সমাধিমগ্ন থাকার পর, পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ কেবল ছয় মাস ধরে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার ফলে, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আশা করেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই ভগবান অবিলম্বে তাঁকে তাঁর ধামে নিয়ে যাবেন। ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান তাঁকে ছত্রিশ হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করার বর দিয়েছিলেন, কারণ তিনি প্রথমে মায়াচ্ছন্ন হয়ে তাঁর বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর পিতার রাজ্য শাসন করতে চেয়েছিলেন। এই দুটি বিষয়ের জন্য ধ্রুব মহারাজের গভীর অনুতাপ হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

অহো বত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত ।
ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বাযাচে যদন্তবৎ ॥ ৩১ ॥

অহো—আহা; **বত**—হায়; **মম**—আমার; **অনাত্ম্যম্**—দেহাত্মবোধ; **মন্দ-ভাগ্যস্য**—দুর্ভাগার; **পশ্যত**—দেখ; **ভব**—জড় অস্তিত্ব; **ছিদঃ**—ভগবানের, যিনি ছেদন করতে পারেন; **পাদ-মূলম্**—পাদপদ্ম; **গত্বা**—সমীপবর্তী হয়ে; **যাচে**—আমি প্রার্থনা করেছি; **যৎ**—যা; **অন্ত-বৎ**—বিনাশশীল।

অনুবাদ

হায়! দেখ আমি কত দুর্ভাগা! আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমীপবর্তী হয়েছিলাম, যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অচিরে ছেদন করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, মূর্খতাবশত, আমি তাঁর কাছে এমন বস্তু প্রার্থনা করেছি যা নশ্বর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অনাত্ম্যম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যার অর্থ হচ্ছে 'আত্মা সম্বন্ধে কোন রকম ধারণা-রহিত।' শ্রীল ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা বা তার আধ্যাত্মিক স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যাই করে তা সবই অবিদ্যা, এবং তার ফলে তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ধ্রুব মহারাজ তাঁর দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য অনুতাপ করেছেন, কারণ যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হয়েছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁর ভক্তকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন, যা কোন দেবতাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও তিনি মূর্খতাবশত কতকগুলি নশ্বর বস্তু ভিক্ষা করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু যখন ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করেছিল, তখন ব্রহ্মা সেই প্রকার বরদানে তাঁর অক্ষমতা ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ তিনি স্বয়ং অমর নন; অতএব অমরত্ব বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে পূর্ণ মুক্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবানই দিতে পারেন, অন্য কেউ তা পারে না। *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি* । বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আশীর্বাদ ব্যতীত, কেউই এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করতে পারে না। তাই ভগবানকে বলা হয় *ভব-ছিৎ* । কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থায় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তকে সব রকম জড়-জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বর্জন করার উপদেশ দেওয়া হয়। বৈষ্ণবভক্তকে সর্বদা *অন্যাভিলাষিতা-শূন্য* হতে হয়, অর্থাৎ সব রকম সকাম কর্ম বা মনোধর্মী জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হতে হয়। ধ্রুব মহারাজ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নারদ মুনির কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁকে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* মন্ত্র জপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রটি বিষ্ণুমন্ত্র, কারণ

এই মন্ত্র জপের ফলে বিষ্ণুলোকে উন্নীত হওয়া যায়। ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছিলেন যে, যদিও তিনি বৈষ্ণবের কাছ থেকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করেছিলেন, এবং সেটি তাঁর অনুতাপের আর একটি কারণ। ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় যদিও তিনি বিষ্ণুমন্ত্রের ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সময় জড়-জাগতিক বাসনা পোষণ করার মূর্খতার জন্য তিনি অনুতাপ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, আমরা সকলে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছি, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। তা না হলে, আমাদের ধ্রুব মহারাজের মতো অনুতাপ করতে হবে।

শ্লোক ৩২

মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ ।
যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রাহিষমসত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

মতিঃ—বুদ্ধি; **বিদূষিতা**—দূষিত; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **পতদ্ভিঃ**—যারা অধঃপতিত হবে; **অসহিষ্ণুভিঃ**—অসহিষ্ণু; **যঃ**—যে আমি; **নারদ**—মহর্ষি নারদের; **বচঃ**—উপদেশের; **তথ্যম্**—সত্যতা; **ন**—না; **অগ্রাহিষম্**—গ্রহণ করা; **অসৎ-তমঃ**—সব চাইতে অসৎ।

অনুবাদ

স্বর্গের দেবতারা, যাঁদের আবার অধঃপতিত হতে হবে, তাঁরা আমাকে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছেন। এই সমস্ত অসহিষ্ণু দেবতারা আমার বুদ্ধি বিকৃত করে দিয়েছেন, এবং তাই আমি নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে যথার্থ বর প্রার্থনা করতে পারিনি।

তাৎপর্য

বৈদিক সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কোন মানুষ যখন কঠোর তপস্যা করে, তখন দেবতারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, কারণ তাঁরা স্বর্গলোকে তাঁদের উচ্চ পদ হারাবার ভয়ে সর্বদা ভীত। তাঁরা জানেন যে, স্বর্গলোকে তাঁদের পদ অনিত্য, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি* । *ভগবদ্গীতার* এই বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে,

পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। দেবতারা যে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন তা সত্য। প্রকৃতপক্ষে আমাদের চোখের পলক ফেলার স্বাধীনতাও নেই। সব কিছুই তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধ্রুব মহারাজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, দেবতারা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে লব্ধ তাঁর উন্নত পদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়েছিলেন, এবং তাই যদিও তিনি নারদ মুনির মতো একজন মহান বৈষ্ণবের শিষ্য ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি নারদ মুনির উপদেশ গ্রহণ করতে পারেননি। সেই উপদেশ অবহেলা করার ফলে, ধ্রুব মহারাজ গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। নারদ মুনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার বিমাতা তোমাকে অপমান করুক অথবা প্রশংসা করুক, তাতে তোমার বিচলিত হওয়ার কি আছে?" তিনি অবশ্য ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে, যেহেতু ধ্রুব একটি শিশু, তাই এই প্রকার অপমান অথবা প্রশংসায় তাঁর কি করার আছে? কিন্তু ধ্রুব মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বর লাভের জন্য অত্যন্ত বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং তাই নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন এখন ঘরে ফিরে যান এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার চেষ্টা করতে পারেন। নারদ মুনির সেই উপদেশ অবজ্ঞা করার জন্য এবং বিমাতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার এবং তাঁর পিতার রাজ্য অধিকার করার মতো কতকগুলি অনিত্য বস্তু লাভ করতে বদ্ধপরিকর হওয়ার জন্য তিনি অনুতাপ করেছেন।

ধ্রুব মহারাজ যে তাঁর গুরুদেবের উপদেশ ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি এবং তাই তাঁর চেতনা যে কলুষিত হয়েছিল, সেই জন্য ধ্রুব মহারাজ গভীরভাবে অনুতাপ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভগবান এতই কৃপাময় যে, ধ্রুব মহারাজ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন বলে, তাঁকে সর্বোচ্চ বৈষ্ণব পদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

দৈবীং মায়ামুপাশ্রিত্য প্রসুপ্ত ইব ভিন্নদৃক্ ।
তপ্যে দ্বিতীয়েঽপ্যসতি ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যহৃদ্রুজা ॥ ৩৩ ॥

দৈবীম্—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়াম্**—মায়া; **উপাশ্রিত্য**—শরণ গ্রহণ করে; **প্রসুপ্তঃ**—নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখা; **ইব**—সদৃশ; **ভিন্ন-দৃক্**—ভেদদর্শী;

তপ্যে—আমি অনুতাপ করেছি; **দ্বিতীয়ে**—মায়ায়; **অপি**—যদিও; **অসতি**—অনিত্য; **ভ্রাতৃ**—ভাই; **ভ্রাতৃব্য**—শত্রু; **হৃৎ**—হৃদয়ে; **রুজা**—অনুতাপের দ্বারা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছিলেন—আমি মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলাম; প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ফলে, আমি মায়ার কোলে নিদ্রিত ছিলাম। দ্বিতীয় অভিনিবেশ-জনিত ভেদ দর্শনের ফলে, আমি আমার ভাইকে শত্রু বলে মনে করেছিলাম, এবং ভ্রান্তিবশত অন্তরে ব্যথিত হয়ে মনে করেছিলাম, "তারা আমার শত্রু।"

তাৎপর্য

ভক্তের কাছে প্রকৃত জ্ঞান তখনই প্রকাশিত হয়, যখন তিনি ভগবানের কৃপায় জীবন সম্বন্ধে বাস্তবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই জড় জগতে আমরা যে বন্ধু এবং শত্রুর সৃষ্টি করি, তা অনেকটা রাত্রে স্বপ্ন দর্শনের মতো। স্বপ্নে আমরা আমাদের অবচেতন মনের বিভিন্ন ধারণা থেকে কত কিছু সৃষ্টি করি, কিন্তু সেই সমস্ত সৃষ্টি অনিত্য এবং অবাস্তব। তেমনই, আমরা যদিও জড়-জাগতিক জীবনে জাগ্রত, তবুও যেহেতু আমাদের আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তাই আমরা আমাদের কল্পনা থেকে বহু বন্ধু এবং শত্রু সৃষ্টি করি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, এই জড় জগতে অথবা জড় চেতনায় ভাল এবং মন্দ দুই সমান। ভাল এবং মন্দের পার্থক্য কেবল মনের ভ্রম মাত্র। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে সমস্ত জীবই ভগবানের সন্তান, অথবা তাঁর তটস্থা শক্তিসম্ভূত। যেহেতু আমরা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয়েছি, তাই আমরা একটি চিৎ-স্ফুলিঙ্গকে অন্য চিৎ-স্ফুলিঙ্গ থেকে ভিন্ন বলে মনে করি। সেটিও আর এক প্রকার স্বপ্ন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যাঁরা প্রকৃতই তত্ত্বজ্ঞ তাঁরা একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। তাঁরা বাহ্য দেহের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করেন না; পক্ষান্তরে, চিন্ময় আত্মারূপে সকলকে দর্শন করেন। উন্নত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, জড় দেহটি কেবল পাঁচটি জড় উপাদানের সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। সেই সূত্রে একটি মানুষের শরীর এবং একটি দেবতার শরীর এক এবং অভিন্ন। চিন্ময় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকলেই চিৎ-স্ফুলিঙ্গ, এবং পরম আত্মা বা ভগবানের বিভিন্ন অংশ। জড়-জাগতিক দৃষ্টিতে অথবা চিন্ময় দৃষ্টিতে আমরা মূলত এক, কিন্তু মায়ার প্রভাবে আমরা বন্ধু এবং শত্রু সৃষ্টি করি। তাই ধ্রুব মহারাজ বলেছেন, *দৈবীং মায়াম্ উপাশ্রিত্য*—তাঁর মোহের কারণ হচ্ছে মায়া বা জড়া প্রকৃতির সঙ্গ।

শ্লোক ৩৪

ময়ৈতৎপ্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি ।
প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুষ্প্রসাদনম্ ।
ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **এতৎ**—এই; **প্রার্থিতম্**—প্রার্থিত; **ব্যর্থম্**—বৃথা; **চিকিৎসা**—চিকিৎসা; **ইব**—সদৃশ; **গত**—সমাপ্ত হয়েছে; **আয়ুষি**—যার আয়ু; **প্রসাদ্য**—প্রসন্ন করে; **জগৎ-আত্মানম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **দুষ্প্রসাদনম্**—যাকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত কঠিন; **ভব-ছিদম্**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছেদন করতে পারেন; **অযাচে**—প্রার্থনা করেছি; **অহম্**—আমি; **ভবম্**—জন্ম-মৃত্যুর চক্র; **ভাগ্য**—ভাগ্য; **বিবর্জিতঃ**—রহিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মাকে প্রসন্ন করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে কেবল কয়েকটি অর্থহীন বস্তু প্রার্থনা করেছি। আমার কার্যকলাপ ঠিক একটি মৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার মতো। দেখ আমি কি দুর্ভাগা, কারণ, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছেদনকারী পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও আমি কেবল সেই বন্ধনই প্রার্থনা করেছি।

তাৎপর্য

কখনও কখনও ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভগবদ্ভক্ত তাঁর সেবার বিনিময়ে কিছু জড়-জাগতিক লাভ কামনা করে। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের যথার্থ পন্থা এটি নয়। অজ্ঞানতাবশত অবশ্য কখনও কখনও ভক্তরা তা করে, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ তাঁর এই আচরণের জন্য অনুতাপ করেছেন।

শ্লোক ৩৫

স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত ।
ঈশ্বরাৎক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বারাজ্যম্—তাঁর ভক্তি; **যচ্ছতঃ**—ভগবান থেকে, যিনি দান করতে ইচ্ছুক ছিলেন; **মৌঢ্যাৎ**—মূর্খতাবশত; **মানঃ**—জড়-জাগতিক উন্নতি; **মে**—আমার দ্বারা; **ভিক্ষিতঃ**—প্রার্থিত; **বত**—হায়; **ঈশ্বরাৎ**—মহান সম্রাট থেকে; **ক্ষীণ**—ক্ষয়প্রাপ্ত; **পুণ্যেন**—যাঁর পবিত্র কর্ম; **ফলী-কারান্**—খুদ; **ইব**—সদৃশ; **অধনঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভগবান যদিও আমাকে তাঁর সেবা-সম্পদ প্রদান করেছিলেন, তবুও নিতান্ত মূর্খতাবশত এবং পুণ্যের অভাববশত, আমি কেবল নাম-যশ এবং জাগতিক উন্নতি কামনা করেছি। আমার অবস্থা ঠিক এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো, যিনি এক মহান সম্রাটের কাছে মূর্খতাবশত কেবল একটু খুদ ভিক্ষা করেন, যদিও তাঁর প্রতি প্রসন্নতাবশত সম্রাট তাঁকে যে কোন কিছু দিতে ইচ্ছুক।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্বারাজ্যম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র'। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য যে কি তা বদ্ধ জীব জানে না। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশসম্ভূত জীবের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা। ঠিক যেমন একটি শিশু তার পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে খেলা করে বেড়ায়। বদ্ধ জীবের স্বাতন্ত্র্যের অর্থ মায়া প্রদত্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নয়, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। জড় জগতে সকলেই মায়া প্রদত্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা করছে। তাকে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। কেউ যখন বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে যান, তখন তিনি মুক্তভাবে ভগবানের সেবা করেন। সেটিই হচ্ছে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। তার ঠিক বিপরীত অবস্থা হচ্ছে জড় জগতের উপর আধিপত্য করা, যাকে আমরা ভ্রান্তিবশত স্বাতন্ত্র্য বলে মনে করি। অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতা সেই প্রকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই প্রকার তথাকথিত স্বাধীনতার ফলে, মানুষের পরাধীনতাই কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। জীব কখনই জড় জগতে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে সুখী হতে পারে না। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে, তাঁর চিরন্তন সেবায় যুক্ত হতে হয়।

ধ্রুব মহারাজ অনুশোচনা করেছেন যে, তিনি তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ এবং ঐশ্বর্য লাভ করতে চেয়েছিলেন। ভগবানের কাছে তাঁর এই ভিক্ষা ঠিক একটি দরিদ্র ব্যক্তির একজন মহান সম্রাটের কাছে কয়েক দানা খুদ ভিক্ষা করার মতো। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত তাদের কখনও ভগবানের কাছে কোন জড়-জাগতিক সম্পদ ভিক্ষা করা উচিত নয়। জড়-জাগতিক উন্নতি প্রদান করা বহিরঙ্গা শক্তির কঠোর নিয়মের উপর নির্ভর করে।

শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের কাছে কেবল তাঁর সেবা করার সুযোগ প্রার্থনা করে। সেটিই আমাদের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য। আমরা যদি অন্য আর কিছু চাই, তা হলে তা আমাদের দুর্ভাগ্যের সূচক।

শ্লোক ৩৬

মৈত্রেয় উবাচ

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো
রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো
যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ন**—কখনই না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **মুকুন্দস্য**—মুক্তিদাতা ভগবানের; **পদ-অরবিন্দয়োঃ**—শ্রীপাদপদ্মের; **রজঃ-জুষঃ**—ধূলিকণা আস্বাদনে উৎসুক ব্যক্তি; **তাত**—হে প্রিয় বিদুর; **ভবাদৃশাঃ**—তোমার মতো; **জনাঃ**—ব্যক্তি; **বাঞ্ছন্তি**—কামনা করে; **তৎ**—তাঁর; **দাস্যম্**—দাস্য; **ঋতে**—বিনা; **অর্থম্**—স্বার্থ; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের জন্য; **যদৃচ্ছয়া**—আপনা থেকে; **লব্ধ**—যা লাভ হয়েছে তার দ্বারা; **মনঃ-সমৃদ্ধয়ঃ**—নিজেদের অত্যন্ত ধনী বলে মনে করে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! তোমার মতো ব্যক্তিরা, যাঁরা মুকুন্দের (যিনি মুক্তি দান করতে পারেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের) শ্রীপাদপদ্মের শুদ্ধ ভক্ত, এবং যাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের মধুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেই প্রসন্ন থাকেন। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই এই প্রকার ভক্তরা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং তাই তাঁরা ভগবানের কাছে কখনও জড়-জাগতিক উন্নতি প্রার্থনা করেন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সর্ব লোকের মহেশ্বর, পরম ভোক্তা এবং সকলের পরম সুহৃৎ। সেই কথা যখন কেউ পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও কোন রকম জাগতিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন না। কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীরা কিন্তু সর্বদাই তাদের ব্যক্তিগত সুখের চেষ্টায় ব্যস্ত। কর্মীরা তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে, জ্ঞানীরা মুক্তিলাভের জন্য কঠোর

তপস্যা করে, এবং যোগীরা যোগসিদ্ধির জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে যোগ অভ্যাস করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি মোটেই আগ্রহী নন। তিনি যোগসিদ্ধি, মুক্তি অথবা জড়-জাগতিক উন্নতি, এর কোনটিই চান না। তিনি জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত। ভগবানের পদযুগলকে কেশর বর্ণের রেণুসমন্বিত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু পান করেন। সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত না হলে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু আস্বাদন করা যায় না। জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিচলিত না হয়ে, ভগবদ্ভক্তির কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। জড় উন্নতি সাধনের প্রতি এই উদাসীনতাকে বলা হয় নিষ্কাম। ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করা উচিত নয় যে, নিষ্কাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করা। সেটি কখনই সম্ভব নয়। জীবাত্মা নিত্য, এবং সে কখনও বাসনা-রহিত হতে পারে না। জীবের বাসনা থাকবেই; সেটি হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। যখন বাসনা-রহিত হওয়ার কথা বলা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন রকম বাসনা করা উচিত নয়। ভক্তের পক্ষে মনের এই নিঃস্পৃহ অবস্থাই হচ্ছে আদর্শ স্থিতি। প্রকৃতপক্ষে সকলেরই জড়-জাগতিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে রাখা হয়েছে। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবান তাঁর জন্য যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা। যে-সম্বন্ধে *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ* । তার ফলে, কৃষ্ণসেবা সম্পাদনের জন্য সময় বাঁচানো যায়।

শ্লোক ৩৭

আকর্ণ্যাত্মজমায়ান্তং সম্পরেত্য যথাগতম্ ।
রাজা ন শ্রদ্দধে ভদ্রমভদ্রস্য কুতো মম ॥ ৩৭ ॥

আকর্ণ্য—শ্রবণ করে; **আত্ম-জম্**—তাঁর পুত্র; **আয়ান্তম্**—ফিরে আসছে; **সম্পরেত্য**—মৃত্যুর পর; **যথা**—যেন; **আগতম্**—ফিরে আসছে; **রাজা**—মহারাজ উত্তানপাদ; **ন**—করেননি; **শ্রদ্দধে**—বিশ্বাস; **ভদ্রম্**—সৌভাগ্য; **অভদ্রস্য**—পুণ্যহীনের; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **মম**—আমার।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদ যখন শুনলেন যে, পুত্র ধ্রুব গৃহে ফিরে আসছেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যেন ধ্রুব তাঁর মৃত্যুর পর ফিরে আসছেন। তিনি সেই সংবাদ

বিশ্বাস করতে পারেননি, কারণ তিনি ভেবেছিলেন কি করে তা সম্ভব। তিনি নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করেছিলেন, এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব।

তাৎপর্য

পাঁচ বছর বয়স্ক বালক ধ্রুব মহারাজ যখন তপস্যা করার জন্য বনে গিয়েছিলেন, তখন রাজা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এই রকম একটি শিশুর পক্ষে জঙ্গলে বেঁচে থাকা সম্ভব। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ধ্রুবের মৃত্যু হয়েছে। তাই তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, ধ্রুব মহারাজ পুনরায় গৃহে ফিরে আসছেন, তখন তিনি সেই কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁর কাছে তখন মনে হয়েছিল, সেটি যেন এক মৃত ব্যক্তির গৃহে ফিরে আসার সংবাদের মতো, এবং তাই তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেননি। ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগের পর রাজা উত্তানপাদ মনে করেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ধ্রুবের গৃহত্যাগের কারণ, তাই তিনি নিজেকে সব চাইতে হতভাগ্য বলে মনে করেছিলেন। অতএব, যদিও তাঁর হারানো পুত্র মৃত্যুলোক থেকে ফিরে আসছিল, তবুও তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর মতো এত বড় একজন পাপীর পক্ষে সেই সৌভাগ্য লাভ কি করে সম্ভব।

শ্লোক ৩৮

শ্রদ্ধায় বাক্যং দেবর্ষের্হর্ষবেগেন ধর্ষিতঃ ।
বার্তাহর্তুরতিপ্রীতো হারং প্রাদান্মহাধনম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধায়—শ্রদ্ধা রেখে; **বাক্যম্**—বাণীতে; **দেবর্ষে**—দেবর্ষি নারদের; **হর্ষ-বেগেন**—পরম সন্তোষের দ্বারা; **ধর্ষিতঃ**—বিহ্বল হয়ে; **বার্তা-হর্তুঃ**—যে বার্তাবাহক সেই সংবাদ এনেছিল; **অতিপ্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **হারম্**—একটি মুক্তার মালা; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **মহা-ধনম্**—অত্যন্ত মূল্যবান।

অনুবাদ

তিনি যদিও সেই বার্তাবাহকের কথায় বিশ্বাস করতে পারেননি, তবুও দেবর্ষি নারদের বাণীতে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাই সেই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবাহকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তিনি তাকে এক অতি মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহার দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

সদশ্বং রথমারুহ্য কার্তস্বরপরিষ্কৃতম্ ।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ পর্যস্তোঽমাত্যবন্ধুভিঃ ॥ ৩৯ ॥
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ বেণুভিঃ ।
নিশ্চক্রাম পুরাত্তূর্ণমাত্মজাভীক্ষণোৎসুকঃ ॥ ৪০ ॥

সৎ-অশ্বম্—অতি উত্তম অশ্বযুক্ত; **রথম্**—রথে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **কার্তস্বর-পরিষ্কৃতম্**—স্বর্ণভূষিত; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ সহ; **কুল-বৃদ্ধৈঃ**—পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যগণ সহ; **চ**—ও; **পর্যস্তঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **অমাত্য**—রাজকর্মচারী এবং মন্ত্রীদের দ্বারা; **বন্ধুভিঃ**—এবং বন্ধুগণ সহ; **শঙ্খ**—শঙ্খের; **দুন্দুভি**—দুন্দুভি; **নাদেন**—ধ্বনি সহকারে; **ব্রহ্ম-ঘোষেণ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **বেণুভিঃ**—বংশীর দ্বারা; **নিশ্চক্রাম**—তিনি বেরিয়ে এলেন; **পুরাৎ**—নগরী থেকে; **তূর্ণম্**—অতি শীঘ্র; **আত্ম-জ**—পুত্র; **অভীক্ষণ**—দেখার জন্য; **উৎসুকঃ**—অত্যন্ত উৎসুক হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদ তাঁর হারানো পুত্রের মুখ দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে, তখন অতি উত্তম অশ্বযুক্ত, স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ করে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পরিবারের সমস্ত প্রবীণ সদস্যগণ, রাজকর্মচারী, মন্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুগণসহ তৎক্ষণাৎ নগরী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, বংশী আদি মঙ্গলজনক বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছিল, এবং সৌভাগ্যসূচক বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৪১

সুনীতিঃ সুরুচিশ্চাস্য মহিষ্যৌ রুক্মভূষিতে ।
আরুহ্য শিবিকাং সার্ধমুত্তমেনাভিজগ্মতুঃ ॥ ৪১ ॥

সুনীতিঃ—রানী সুনীতি; **সুরুচিঃ**—রানী সুরুচি; **চ**—ও; **অস্য**—রাজার; **মহিষ্যৌ**—মহিষীগণ; **রুক্ম-ভূষিতে**—স্বর্ণ অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **শিবিকাম্**—পালকিতে; **সার্ধম্**—সহ; **উত্তমেন**—রাজার অপর পুত্র উত্তম; **অভিজগ্মতুঃ**—সকলে সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদের উভয় পত্নী সুনীতি এবং সুরুচি এবং তাঁর অন্য পুত্র উত্তম সহ শিবিকায় আরোহণ করে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

রাজপ্রাসাদ থেকে ধ্রুব মহারাজের চলে যাওয়ার পর, রাজা অত্যন্ত শোকাতুর হয়েছিলেন। তখন দেবর্ষি নারদের সদয় বাক্যে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী সুনীতির মহা সৌভাগ্য এবং রানী সুরুচির মহা দুর্ভাগ্যের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ রাজপ্রাসাদে এই ধরনের কথা গোপন থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজপ্রাসাদে যখন ধ্রুব মহারাজের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পৌঁছেছিল, তখন তাঁর মা সুনীতি গভীর অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে এবং একজন মহান বৈষ্ণবের মাতা হওয়ার ফলে হৃদয়ের স্বাভাবিক সরলতাবশত, তাঁর সপত্নী সুরুচি এবং তাঁর পুত্র উত্তমকে তাঁর সঙ্গে একই শিবিকায় তুলে নিতে দ্বিধা করেননি। সেটি হচ্ছে মহান ধ্রুব মহারাজের মাতা মহারানী সুনীতির মহানুভবতা।

শ্লোক ৪২-৪৩

তং দৃষ্ট্বোপবনাভ্যাশ আয়ান্তং তরসা রথাৎ ।
অবরুহ্য নৃপস্তূর্ণমাসাদ্য প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৪২ ॥
পরিরেভেঽঙ্গজং দোর্ভ্যাং দীর্ঘোৎকণ্ঠমনাঃ শ্বসন্ ।
বিষ্বক্সেনাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শহতাশেষাঘবন্ধনম্ ॥ ৪৩ ॥

তম্—তাঁকে (ধ্রুব মহারাজকে); **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **উপবন**—উপবন; **অভ্যাসে**—নিকটবর্তী; **আয়ান্তম্**—আগমন করেছে; **তরসা**—অতি শীঘ্র; **রথাৎ**—রথ থেকে; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **নৃপঃ**—রাজা; **তূর্ণম্**—তৎক্ষণাৎ; **আসাদ্য**—নিকটে এসে; **প্রেম**—প্রেমপূর্ণ; **বিহ্বলঃ**—আকুল; **পরিরেভে**—তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন; **অঙ্গ-জম্**—তাঁর পুত্রকে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকাল; **উৎকণ্ঠ**—উৎসুক; **মনাঃ**—রাজা, যাঁর মন; **শ্বসন্**—দীর্ঘ নিঃশ্বাস; **বিষ্বক্সেন**—ভগবানের; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা; **সংস্পর্শ**—স্পর্শে; **হত**—বিনষ্ট; **অশেষ**—অনন্ত; **অঘ**—জড় কলুষ; **বন্ধনম্**—যাঁর বন্ধন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজকে উপবনের সন্নিকটে আগত দেখে মহারাজ উত্তানপাদ অতি শীঘ্র তাঁর রথ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি তাঁর পুত্র ধ্রুবকে দীর্ঘকাল না দেখার

ফলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং তাই গভীর প্রেমে তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি তাঁর হারানো পুত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মহারাজ দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ধ্রুব মহারাজ কিন্তু পূর্বের মতো ছিলেন না; পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

অথাজিঘ্রন্মুহুর্মূর্ধ্নি শীতৈর্নয়নবারিভিঃ ।
স্নাপয়ামাস তনয়ং জাতোদ্দামমনোরথঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ—তার পর; **আজিঘ্রন্**—আঘ্রাণ করে; **মুহুঃ**—বার বার; **মূর্ধ্নি**—মস্তক; **শীতৈঃ**—শীলন; **নয়ন**—চক্ষুর; **বারিভিঃ**—জলের দ্বারা; **স্নাপয়াম্ আস**—তিনি স্নান করিয়েছিলেন; **তনয়ম্**—পুত্রকে; **জাত**—পূর্ণ; **উদ্দাম**—মহা; **মনঃ-রথঃ**—তাঁর বাসনা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে মিলনের ফলে, রাজা উত্তানপাদের দীর্ঘকালের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল, এবং তাই তিনি বার বার ধ্রুবের মস্তক আঘ্রাণ করেছিলেন এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্বভাবত দুটি কারণে মানুষ কাঁদে। মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার ফলে গভীর আনন্দে কেউ কাঁদে, এবং সেই আনন্দাশ্রু হচ্ছে অত্যন্ত শীতল ও স্নিগ্ধ, কিন্তু দুঃখজনিত যে অশ্রু তা অত্যন্ত উষ্ণ।

শ্লোক ৪৫

অভিবন্দ্য পিতুঃ পাদাবাশীর্ভিশ্চাভিমন্ত্রিতঃ ।
ননাম মাতরৌ শীর্ষ্ণা সৎকৃতঃ সজ্জনাগ্রণীঃ ॥ ৪৫ ॥

অভিবন্দ্য—বন্দনা করে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **পাদৌ**—পদযুগল; **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **অভিমন্ত্রিতঃ**—সম্বোধিত; **ননাম**—তিনি প্রণাম করেছিলেন; **মাতরৌ**—তাঁর দুই মাতাকে; **শীর্ষ্ণা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **সৎ-কৃতঃ**—সম্মানিত হয়েছিলেন; **সৎ-জন**—সজ্জনগণের; **অগ্রণীঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

সজ্জনাগ্রগণ্য ধ্রুব মহারাজ প্রথমে তাঁর পিতার চরণযুগল বন্দনা করলেন, এবং উত্তানপাদ আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদির দ্বারা তাঁর পুত্রকে সম্ভাষণ করলেন। তার পর ধ্রুব মহারাজ তাঁর মাতৃদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ধ্রুব মহারাজ কেন কেবল তাঁর মাকে প্রণাম না করে, যে বিমাতার দুর্ব্যবহারের ফলে, গৃহত্যাগ করেছিলেন, তাঁকেও প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, আত্ম-উপলব্ধির সিদ্ধি লাভ করার ফলে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার ফলে, ধ্রুব মহারাজ সমস্ত জড় কলুষ থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। ভক্ত কখনও এই জড় জগতের মান এবং অপমানের দ্বারা প্রভাবিত হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, তৃণ থেকেও দীনতর হতে হবে এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হতে হবে। তাই এই শ্লোকে ধ্রুব মহারাজকে *সজ্জনাগ্রণীঃ* বা সমস্ত সজ্জনগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সজ্জন, এবং কারও প্রতি তিনি বৈরীভাব পোষণ করেন না। বৈরীভাব থেকে উৎপন্ন দ্বৈতভাবই এই জড় জগতের সৃষ্টির কারণ। পরম বাস্তব চিৎ-জগতে সেই ভাব অবর্তমান।

শ্লোক ৪৬

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্ ।
পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥

সুরুচিঃ—রানী সুরুচি; **তম্**—তাঁকে; **সমুত্থাপ্য**—উত্তোলন করে; **পাদ-অবনতম্**—তাঁর চরণে প্রণত; **অর্ভকম্**—নিষ্পাপ বালকটি; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **আহ**—বলেছিলেন; **জীব**—দীর্ঘজীবী হও; **ইতি**—এইভাবে; **বাষ্প**—অশ্রুর দ্বারা; **গদ্‌গদয়া**—রুদ্ধ; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের ছোট মা সুরুচি যখন দেখলেন যে, সেই নিষ্পাপ বালকটি তাঁর চরণে প্রণত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন, এবং অশ্রু গদ্‌গদ স্বরে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "হে প্রিয় পুত্র! তুমি চিরজীবী হও!"

শ্লোক ৪৭

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

যস্য—যাঁর প্রতি; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন হন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **মৈত্রী-আদিভিঃ**—মৈত্রী ইত্যাদির দ্বারা; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমন্তি**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **নিম্নম্**—নিম্নগামী; **আপঃ**—জল; **ইব**—ঠিক যেমন; **স্বয়ম্**—স্বাভাবিকভাবে।

অনুবাদ

জল যেমন স্বাভাবিকভাবেই নিম্নগামী হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত ব্যক্তির প্রতি সমস্ত জীব শ্রদ্ধাশীল হয়।

তাৎপর্য

এই সূত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, সুরুচি, যিনি ধ্রুব মহারাজের প্রতি একেবারেই সদয় ছিলেন না, কেন তিনি তাঁকে "দীর্ঘজীবী হও" বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনিও তাঁর কল্যাণ কামনা করেছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ধ্রুব মহারাজ ভগবানের কৃপা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁর দিব্য গুণাবলীর জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য ছিলেন, ঠিক যেমন জল স্বাভাবিকভাবেই নিম্নগামী হয়। ভগবদ্ভক্ত কারও কাছ থেকে সম্মান প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু পৃথিবীর যেখানেই তিনি যান, সেখানেই তাঁকে সকলে সম্মান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য বলেছেন যে, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীগণ সারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পূজিত ছিলেন, কারণ ভক্ত যখন সমস্ত সৃষ্টির উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তখন সকলেই প্রসন্ন হন, এবং তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্লোক ৪৮

উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চোভাবন্যোন্যং প্রেমবিহ্বলৌ ।
অঙ্গসঙ্গাদুৎপুলকাবস্রৌঘং মুহুরূহতুঃ ॥ ৪৮ ॥

উত্তমঃ চ—উত্তমও; **ধ্রুবঃ চ**—ধ্রুবও; **উভৌ**—উভয়ে; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরকে; **প্রেম-বিহ্বলৌ**—স্নেহাভিভূত হয়ে; **অঙ্গ-সঙ্গাৎ**—আলিঙ্গনের দ্বারা; **উৎপুলকৌ**—তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল; **অস্র**—অশ্রুর; **ওঘম্**—ধারা; **মুহুঃ**—বারংবার; **ঊহতুঃ**—আদান-প্রদান করেছিল।

অনুবাদ

উত্তম এবং ধ্রুব মহারাজ দুই ভাইও প্রেমে বিহ্বল হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিল। উভয়ের অঙ্গস্পর্শে তাঁদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল, এবং উভয়েই মুহুর্মুহু আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

সুনীতিরস্য জননী প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতম্ ।
উপগুহ্য জহাবাধিং তদঙ্গস্পর্শনির্বৃতা ॥ ৪৯ ॥

সুনীতিঃ—ধ্রুব মহারাজের জননী সুনীতি; **অস্য**—তাঁর; **জননী**—মাতা; **প্রাণেভ্যঃ**—প্রাণের থেকেও; **অপি**—অধিকতর; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **সুতম্**—পুত্রকে; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **আধিম্**—সমস্ত শোক; **তৎ-অঙ্গ**—তার দেহ; **স্পর্শ**—স্পর্শ করে; **নির্বৃতা**—সন্তুষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের জননী সুনীতি তাঁর প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয় পুত্রের সুকোমল অঙ্গ স্পর্শ করে, গভীর প্রসন্নতায় তাঁর সমস্ত বেদনা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

পয়ঃস্তনাভ্যাং সুস্রাব নেত্রজৈঃ সলিলৈঃ শিবৈঃ ।
তদাভিষিচ্যমানাভ্যাং বীর বীরসুবো মুহুঃ ॥ ৫০ ॥

পয়ঃ—দুধ; **স্তনাভ্যাম্**—তাঁর স্তনযুগল থেকে; **সুস্রাব**—প্রবাহিত হতে লাগল; **নেত্র-জৈঃ**—তাঁর নয়ন থেকে; **সলিলৈঃ**—অশ্রুর দ্বারা; **শিবৈঃ**—শুভ; **তদা**—তখন; **অভিষিচ্যমানাভ্যাম্**—আর্দ্র হয়েছিল; **বীর**—হে বিদুর; **বীর-সুবঃ**—বীর-প্রসবিনী; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

হে বিদুর! বীর-প্রসবিনী সুনীতির স্তনযুগল থেকে ক্ষরিত দুগ্ধের সঙ্গে তাঁর অশ্রুধারা মিশ্রিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের সমগ্র অঙ্গ সিক্ত করেছিল। সেটি ছিল একটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ।

তাৎপর্য

যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন দুধ, দই আদি পঞ্চামৃতের দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে স্নান করানো হয়। সেই অনুষ্ঠানকে বলা হয় অভিষেক। এই শ্লোকেও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুনীতির অশ্রুধারায় এবং দুগ্ধধারায় ধ্রুব মহারাজের অভিষেক হয়েছিল, এবং সেই শুভ লক্ষণটি ইঙ্গিত করেছিল যে, অচিরেই ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। ধ্রুব মহারাজের পিতা তাঁকে তাঁর কোলে বসতে দেননি বলে, তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, এবং ধ্রুব মহারাজ বদ্ধপরিকর ছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর পিতার সিংহাসন না পান, তা হলে তিনি আর ফিরে আসবেন না। এখন তাঁর স্নেহময়ী জননীর দ্বারা তাঁর যে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা সূচিত করেছিল যে, তিনি মহারাজ উত্তানপাদের সিংহাসন অধিকার করবেন।

এখানে ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতিকে যে *বীর-সূ* বা বীর-প্রসবিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীতে বহু বীরের জন্ম হয়েছে, কিন্তু ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। তিনি কেবল এই পৃথিবীর একজন বীর সম্রাটই ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি ছিলেন একজন মহান ভক্তও। ভগবদ্ভক্ত হচ্ছেন মহাবীর, কারণ তিনি মায়ার প্রভাব জয় করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই জগতে সব চাইতে যশস্বী কে, তখন রামানন্দ রায় উত্তর দিয়েছিলেন যে, যিনি ভগবানের মহান ভক্ত বলে পরিচিত, তিনিই হচ্ছেন সব চাইতে যশস্বী।

শ্লোক ৫১

তাং শশংসুর্জনা রাজ্ঞীং দিষ্ট্যা তে পুত্র আর্তিহা ।
প্রতিলব্ধশ্চিরং নষ্টো রক্ষিতা মণ্ডলং ভুবঃ ॥ ৫১ ॥

তাম্—রানী সুনীতিকে; **শশংসুঃ**—প্রশংসা করে; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **রাজ্ঞীম্**—রানীকে; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের দ্বারা; **তে**—আপনার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **আর্তি-হা**—

আপনার সমস্ত দুঃখ দূর করবে; **প্রতিলব্ধ**—এখন ফিরে এসেছে; **চিরম্**—দীর্ঘকাল যাবৎ; **নষ্টঃ**—হারানো; **রক্ষিতা**—রক্ষা করবে; **মণ্ডলম্**—মণ্ডল; **ভুবঃ**—পৃথিবী।

অনুবাদ

পুরবাসীরা রাজমহিষী সুনীতির প্রশংসা করে বললেন—হে রাজ্ঞী! দীর্ঘকাল পূর্বে আপনার প্রিয় পুত্র হারিয়ে গিয়েছিল, এবং আপনার মহা সৌভাগ্যের ফলে, এখন তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। আপনার এই পুত্র দীর্ঘকাল আপনাকে রক্ষা করবে এবং আপনার সমস্ত শোক দূর করবে।

শ্লোক ৫২

অভ্যর্চিতস্ত্বয়া নূনং ভগবান্ প্রণতার্তিহা ।
যদনুধ্যায়িনো ধীরা মৃত্যুং জিগ্যুঃ সুদুর্জয়ম্ ॥ ৫২ ॥

অভ্যর্চিতঃ—পূজিত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রণত-আর্তি-হা**—যিনি তাঁর ভক্তদের মহা বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন; **যৎ**—যাঁকে; **অনুধ্যায়িনঃ**—নিরন্তর ধ্যান করে; **ধীরাঃ**—মহাপুরুষগণ; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **জিগ্যুঃ**—জয় করেন; **সুদুর্জয়ম্**—যাঁকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন।

অনুবাদ

হে রানী! আপনি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেছেন, যিনি তাঁর ভক্তদের মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। যাঁরা নিরন্তর তাঁর ধ্যান করেন, তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর পথ অতিক্রম করেন। এই প্রকার সিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন রাজমহিষী সুনীতির হারানো সন্তান, কিন্তু ধ্রুবের অনুপস্থিতি কালে তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতেন, যিনি তাঁর ভক্তকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর গৃহ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন, তখন তিনিই কেবল মধুবনে কঠোর তপস্যা করেননি, তাঁর গৃহে তাঁর মাতাও তাঁর সুরক্ষার জন্য এবং সৌভাগ্যের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। অর্থাৎ মাতা এবং পুত্র উভয়ের দ্বারাই ভগবান আরাধিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে পরম আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এখানে

সুদুর্জয়ম্ এই বিশেষণটি ইঙ্গিত করে যে, মৃত্যুকে কেউই জয় করতে পারে না, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধ্রুব মহারাজ যখন গৃহ থেকে নিরুদ্দেশ ছিলেন, তখন তাঁর পিতা মনে করেছিলেন যে, ধ্রুবের মৃত্যু হয়েছে। সাধারণত পাঁচ বছর বয়সের রাজপুত্র যদি গৃহত্যাগ করে বনে যায়, তা হলে নিশ্চিতভাবে মনে করা হবে যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, তিনি কেবল সুরক্ষিতই ছিলেন না, পরম সিদ্ধি লাভের আশীর্বাদও তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

লাল্যমানং জনৈরেবং ধ্রুবং সভ্রাতরং নৃপঃ ।
আরোপ্য করিণীং হৃষ্টঃ স্তূয়মানোঽবিশৎপুরম্ ॥ ৫৩ ॥

লাল্যমানম্—এইভাবে প্রশংসিত হয়ে; **জনৈঃ**—জনসাধারণের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **ধ্রুবম্**—মহারাজ ধ্রুবকে; **স-ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা সহ; **নৃপঃ**—রাজা; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **করিণীম্**—হস্তিনীর পৃষ্ঠে; **হৃষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **স্তূয়মানঃ**—এবং প্রশংসিত হয়ে; **অবিশৎ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **পুরম্**—তাঁর রাজধানীতে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! এইভাবে সকলে যখন ধ্রুব মহারাজের প্রশংসা করছিলেন, তখন রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং ধ্রুব ও তাঁর ভ্রাতা উত্তমকে একটি হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে সকলেই তাঁর প্রশংসা করছিল।

শ্লোক ৫৪

তত্র তত্রোপসংকৃপ্তৈর্লসন্মকরতোরণৈঃ ।
সবৃন্দৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈশ্চ তদ্বিধৈঃ ॥ ৫৪ ॥

তত্র তত্র—ইতস্তত; **উপসংকৃপ্তৈঃ**—সাজানো হয়েছিল; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **মকর**—মকর আকৃতি; **তোরণৈঃ**—তোরণের দ্বারা; **স-বৃন্দৈঃ**—ফুল এবং ফলের গুচ্ছের দ্বারা; **কদলী**—কদলী বৃক্ষের; **স্তম্ভৈঃ**—স্তম্ভের দ্বারা; **পূগ-পোতৈঃ**—নবীন সুপারিবৃক্ষের দ্বারা; **চ**—ও; **তৎ-বিধৈঃ**—সেই প্রকার।

অনুবাদ

সমগ্র নগরী ফুল ও ফলের গুচ্ছসমন্বিত কদলী বৃক্ষের স্তম্ভ এবং নবীন গুবাক তরুর দ্বারা সাজানো হয়েছিল, এবং প্রাসাদদ্বারে মকর-তোরণ রচিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে শুভ অনুষ্ঠানে তাল, নারকেল, সুপারি, কদলী ইত্যাদি বৃক্ষের সবুজ পত্র এবং ফল, ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর প্রথা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। তাঁর মহান পুত্র ধ্রুব মহারাজকে স্বাগত জানাবার জন্য মহারাজ উত্তানপাদ এক অতি সুন্দর আয়োজন করেছিলেন, এবং সেই অনুষ্ঠানে সমস্ত নাগরিকেরা পরম উৎসাহে ও মহা আনন্দে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

চূতপল্লববাসঃস্রঙ্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ ।
উপস্কৃতং প্রতিদ্বারমপাং কুম্ভৈঃ সদীপকৈঃ ॥ ৫৫ ॥

চূত-পল্লব—আম্রপল্লবের দ্বারা; **বাসঃ**—বস্ত্র; **স্রক্**—ফুলের মালা; **মুক্তা-দাম**—মুক্তাদাম; **বিলম্বিভিঃ**—ঝুলন্ত; **উপস্কৃতম্**—সুসজ্জিত; **প্রতি-দ্বারম্**—প্রতি দ্বারে; **অপাম্**—জলপূর্ণ; **কুম্ভৈঃ**—কলসের দ্বারা; **স-দীপকৈঃ**—দীপাবলীর দ্বারা।

অনুবাদ

প্রতিটি দ্বার আম্রপল্লব, বস্ত্র, মাল্য ও মুক্তাদামের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং বহির্দেশে সারি সারি জলপূর্ণ কলস এবং তার সামনে দীপাবলী শোভা পাচ্ছিল।

শ্লোক ৫৬

প্রাকারৈর্গোপুরাগারৈঃ শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ ।
সর্বতোঽলঙ্কৃতং শ্রীমদ্বিমানশিখরদ্যুভিঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রাকারৈঃ—প্রাচীরে; **গোপুর**—নগরদ্বার; **আগারৈঃ**—গৃহে; **শাতকুম্ভ**—স্বর্ণময়; **পরিচ্ছদৈঃ**—অলঙ্কৃত; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **অলঙ্কৃতম্**—সুসজ্জিত; **শ্রীমৎ**—মূল্যবান, সুন্দর; **বিমান**—বিমানসমূহ; **শিখর**—গম্বুজ; **দ্যুভিঃ**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

নগরীর সমস্ত প্রাসাদ নগরদ্বার এবং প্রাচীর স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হয়েছিল। প্রাসাদের শিখরগুলি উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল এবং নগরীর চতুর্দিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল যে সমস্ত বিমান, সেগুলির শিখরগুলিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এখানে বিমানের উল্লেখ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ বিজয়ধ্বজ তীর্থ বলেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার রাজধানীতে ফিরে আসায়, তাঁকে আশীর্বাদ করার জন্য স্বর্গের দেবতারা তাঁদের বিমানে চড়ে সেখানে এসেছিলেন। এই বর্ণনা থেকে এও প্রতীত হয় যে, নগরীর সমস্ত প্রাসাদগুলির শিখর এবং বিমানের চূড়াগুলি স্বর্ণমণ্ডিত ছিল, এবং সূর্যকিরণে সেইগুলি ঝলমল করছিল। ধ্রুব মহারাজের সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। তখনকার দিনের বিমানগুলি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল, আর এখনকার বিমানগুলি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ধ্রুব মহারাজের সময়ের ঐশ্বর্যের তুলনায় বর্তমান সমাজ কত দরিদ্র।

শ্লোক ৫৭

মৃষ্টচত্বররথ্যাট্টমার্গং চন্দনচর্চিতম্ ।
লাজাক্ষতৈঃ পুষ্পফলৈস্তণ্ডুলৈর্বলিভির্যুতম্ ॥ ৫৭ ॥

মৃষ্ট—পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত; **চত্বর**—চত্বর; **রথ্যা**—রাজপথ; **অট্ট**—বসার উচ্চ স্থান; **মার্গম্**—পথ; **চন্দন**—চন্দনের দ্বারা; **চর্চিতম্**—সিক্ত; **লাজ**—খই; **অক্ষতৈঃ**—যব; **পুষ্প**—ফুল; **ফলৈঃ**—এবং ফল; **তাণ্ডলৈঃ**—চালের দ্বারা; **বলিভিঃ**—উপহারের সামগ্রী; **যুতম্**—যুক্ত।

অনুবাদ

নগরের সমস্ত চত্বর, রাজপথ, গলি এবং রাস্তার মোড়ে বসবার উচ্চ স্থানগুলি খুব ভাল করে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং চন্দন জলে সিক্ত করা হয়েছিল; আর খই, যব, ধান, ফুল, ফল এবং অন্য অনেক প্রকার মাঙ্গলিক উপহার সামগ্রী নগরীর সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল।

শ্লোক ৫৮-৫৯

ধ্রুবায় পথি দৃষ্টায় তত্র তত্র পুরস্ত্রিয়ঃ ।
সিদ্ধার্থাক্ষতদধ্যম্বুদূর্বাপুষ্পফলানি চ ॥ ৫৮ ॥
উপজহ্রুঃ প্রযুঞ্জানা বাৎসল্যাদাশিষঃ সতীঃ ।
শৃণ্বংস্তদ্বল্গুগীতানি প্রাবিশদ্ভবনং পিতুঃ ॥ ৫৯ ॥

ধ্রুবায়—ধ্রুবের উপর; **পথি**—পথে; **দৃষ্টায়**—দেখে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **পুর-স্ত্রিয়ঃ**—পুরললনাগণ; **সিদ্ধার্থ**—শ্বেত সরিষা; **অক্ষত**—যব; **দধি**—দই; **অম্বু**—জল; **দূর্বা**—দূর্বা; **পুষ্প**—ফুল; **ফলানি**—ফল; **চ**—ও; **উপজহ্রুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **প্রযুঞ্জানাঃ**—উচ্চারণ করে; **বাৎসল্যাৎ**—বাৎসল্য স্নেহে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **সতীঃ**—সাধ্বী রমণীগণ; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **তৎ**—তাঁদের; **বল্গু**—অত্যন্ত মধুর; **গীতানি**—সঙ্গীত; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ভবনম্**—প্রাসাদে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার।

অনুবাদ

এইভাবে যখন ধ্রুব মহারাজ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সমস্ত সতী পুরললনাগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন, এবং বাৎসল্য স্নেহে তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর উপর শ্বেত সর্ষপ, যব, দই, জল, দূর্বা, ফল এবং ফুল বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে ধ্রুব মহারাজ তাঁদের মনোহর গীত শ্রবণ করতে করতে তাঁর পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৬০

মহামণিব্রাতময়ে স তস্মিন্ ভবনোত্তমে ।
লালিতো নিতরাং পিত্রা ন্যবসদ্দিবি দেববৎ ॥ ৬০ ॥

মহা-মণি—মহা মূল্যবান রত্ন; **ব্রাত**—সমূহ; **ময়ে**—সজ্জিত; **সঃ**—তিনি (ধ্রুব মহারাজ); **তস্মিন্**—তাতে; **ভবন-উত্তমে**—অতি উত্তম ভবনে; **লালিতঃ**—পালিত; **নিতরাম্**—সর্বদা; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা; **ন্যবসৎ**—সেখানে বাস করেছিলেন; **দিবি**—স্বর্গে; **দেব-বৎ**—দেবতাদের মতো।

অনুবাদ

তার পর ধ্রুব মহারাজ বহু মূল্যবান মণিরত্নে সজ্জিত তাঁর পিতার প্রাসাদে বাস করেছিলেন। তাঁর স্নেহশীল পিতা অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন, এবং তিনি সেই প্রাসাদে স্বর্গের দেবতাদের মতো সুখে বাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬১

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ ।
আসনানি মহার্হাণি যত্র রৌক্মা উপস্করাঃ ॥ ৬১ ॥

পয়ঃ—দুধ; **ফেন**—ফেনা; **নিভাঃ**—সদৃশ; **শয্যাঃ**—বিছানা; **দান্তাঃ**—হাতির দাঁতের তৈরি; **রুক্ম**—স্বর্ণময়; **পরিচ্ছদাঃ**—বিভূষিত; **আসনানি**—বসার স্থান; **মহা-অর্হাণি**—অত্যন্ত মূল্যবান; **যত্র**—যেখানে; **রৌক্মাঃ**—স্বর্ণময়; **উপস্করাঃ**—আসবাবপত্র।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ অত্যন্ত শুভ্র হস্তিদন্ত নির্মিত, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট শয্যা, মহামূল্য আসন এবং সোনার আসবাবপত্র বিদ্যমান ছিল।

শ্লোক ৬২

যত্র স্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ ।
মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥ ৬২ ॥

যত্র—যেখানে; **স্ফটিক**—শ্বেত মর্মর নির্মিত; **কুড্যেষু**—দেওয়ালে; **মহা-মারকতেষু**—ইন্দ্রনীল আদি বহু মূল্যবান মণিরত্নের দ্বারা বিভূষিত; **চ**—ও; **মণি-প্রদীপাঃ**—মণিরত্ন-নির্মিত দীপ; **আভান্তি**—দীপ্তি; **ললনা**—স্ত্রীমূর্তি; **রত্ন**—রত্ননির্মিত; **সংযুতাঃ**—ধৃত।

অনুবাদ

সেই রাজপ্রাসাদ মরকত আদি মণিরত্ন-খচিত স্ফটিকের প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, এবং তাতে হাতে প্রদীপ্ত রত্নময় দীপসমন্বিত সুন্দর স্ত্রীমূর্তিখচিত ছিল।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তানপাদের প্রাসাদের এই বিবরণ শত-সহস্র বছর পূর্বে, *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনারও বহু আগের অবস্থা বর্ণনা করেছে। যেহেতু বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহারাজ ছত্রিশ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই সত্যযুগে বাস করেছিলেন, যখন মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর। বৈদিক শাস্ত্রে চারটি যুগের আয়ুষ্কালও বর্ণনা করা হয়েছে। সত্যযুগে মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর, ত্রেতাযুগে দশ হাজার বছর, দ্বাপরযুগে এক হাজার বছর, এবং এই কলিযুগে বড়জোর এক শত বছর। প্রতিটি যুগে মানুষের আয়ুষ্কাল শতকরা নব্বই ভাগ কমে যায়—এক লক্ষ বছর থেকে দশ হাজার বছর, দশ হাজার বছর থেকে এক হাজার বছর, এবং এক হাজার বছর থেকে এক শত বছর।

বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজ ছিলেন ব্রহ্মার প্রপৌত্র। তার ফলে সূচিত হয় যে, ধ্রুব মহারাজ সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্যযুগে বিদ্যমান ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার একদিনে বহু সত্যযুগ হয়। বৈদিক গণনা অনুসারে এখন অষ্টবিংশতি কল্প চলছে। গণনা করে বিচার করা যায় যে, ধ্রুব মহারাজ বহু কোটি বছর পূর্বে ছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজের পিতার প্রাসাদের বর্ণনা এমনই মহিমামণ্ডিত যে, তা শোনার পর বিশ্বাসই করা যায় না যে, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বছর আগে উন্নত মানব-সভ্যতা ছিল না। সম্প্রতি মোঘল আমলেও মহারাজ উত্তানপাদের প্রাসাদের মতো প্রাচীর ছিল। যাঁরা দিল্লীর লালকেল্লা দেখেছেন, তাঁরাই দেখে থাকবেন যে, সেখানকার প্রাচীর শ্বেত পাথরের তৈরি ছিল এবং তা এক সময় মূল্যবান মণিরত্ন খচিত ছিল। ইংরেজদের রাজত্বকালে এই সমস্ত মণিরত্নগুলি সেখান থেকে খুলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীনকালে মণিরত্ন, স্ফটিক, রেশম, হাতির দাঁত, সোনা, রূপা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জড়-জাগতিক বৈভব নির্ভর করত। বড় বড় মোটর গাড়ীর উপর তখনকার অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি ছিল না। মানব-সভ্যতার প্রগতি কলকারখানার উপর নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে, এবং যা সরবরাহ করেন পরমেশ্বর ভগবান, যাতে আমরা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আমাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করে মানব-জন্ম সার্থক করতে পারি।

এই শ্লোকের আর একটি তত্ত্ব হচ্ছে যে, ধ্রুব মহারাজের পিতা মহারাজ উত্তানপাদ শীঘ্রই তাঁর প্রাসাদের আসক্তি পরিত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বনবাসী হবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনা থেকে আমরা আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর অন্য সমস্ত যুগের মানব-সভ্যতার তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে পারি।

শ্লোক ৬৩

উদ্যানানি চ রম্যাণি বিচিত্রৈরমরদ্রুমৈঃ ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ ॥ ৬৩ ॥

উদ্যানানি—উদ্যানসমূহ; **চ**—ও; **রম্যাণি**—অত্যন্ত সুন্দর; **বিচিত্রৈঃ**—বিবিধ; **অমর-দ্রুমৈঃ**—স্বর্গ থেকে আনা বৃক্ষসমূহের দ্বারা; **কূজৎ**—কূজন করেছিল; **বিহঙ্গ**—পাখি; **মিথুনৈঃ**—মিথুন; **গায়ৎ**—গুঞ্জন করে; **মত্ত**—উন্মত্ত; **মধু-ব্রতৈঃ**—মধুকরদের দ্বারা।

অনুবাদ

রাজার প্রাসাদ উদ্যানসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, যেখানে স্বর্গলোক থেকে নিয়ে আসা বহু বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষে বিহঙ্গ-মিথুন সুস্বরে কূজন করছিল এবং মধুপানোন্মত্ত মধুকরেরা গুন্‌গুন্ স্বরে গান করছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অমর-দ্রুমৈঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'স্বর্গলোক থেকে আনীত বৃক্ষের দ্বারা'। স্বর্গলোককে অমরলোক বলা হয়, যেখানে বহু দেরিতে মৃত্যু হয়, কারণ সেখানকার অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল দেবতাদের গণনা অনুসারে দশ হাজার বছর, এবং আমাদের গণনার ছয় মাসে তাদের একদিন হয়। স্বর্গলোকে দেবতারা তাঁদের মাস এবং বছরের গণনার বিচারে দশ সহস্র বছর বেঁচে থাকেন, এবং তার পর তাঁদের পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, তাঁদের আবার এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হতে হয়। সেই সমস্ত তত্ত্ব বৈদিক শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়। সেখানকার মানুষদের আয়ু যেমন দশ হাজার বছর, তেমনই গাছেদের আয়ুও। এই পৃথিবীতে অবশ্য বহু গাছ রয়েছে, যেগুলি দশ হাজার বছর বাঁচে, সুতরাং স্বর্গলোকের গাছেদের আর কি কথা? সেইগুলি নিশ্চয়ই দশ হাজারেরও অধিক বছর বাঁচে, এবং কখনও কখনও, যেমন আজও প্রচলিত রয়েছে, মূল্যবান বৃক্ষগুলিকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর পত্নী সত্যভামা সহ স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সেখান থেকে পারিজাত বৃক্ষ এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই জন্য তখন দেবতাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের যে প্রাসাদে রানী সত্যভামা থাকতেন, সেখানে পারিজাত রোপণ করা

হয়েছিল। স্বর্গের ফুল এবং ফলের বৃক্ষ উৎকৃষ্টতর, কারণ সেইগুলি অত্যন্ত মনোহর এবং সুস্বাদু। এখানকার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মহারাজ উত্তানপাদের প্রাসাদ এই প্রকার বহু বৃক্ষে শোভিত ছিল।

শ্লোক ৬৪

বাপ্যো বৈদূর্যসোপানাঃ পদ্মোৎপলকুমুদ্বতীঃ ।
হংসকারণ্ডবকুলৈর্জুষ্টাশ্চক্রাহ্বসারসৈঃ ॥ ৬৪ ॥

বাপ্যঃ—সরোবর; **বৈদূর্য**—পান্না; **সোপানাঃ**—সিঁড়ির দ্বারা; **পদ্ম**—কমল; **উৎপল**—নীল পদ্ম; **কুমুৎ-বতীঃ**—কুমুদিনীতে পূর্ণ; **হংস**—হংস; **কারণ্ডব**—কারণ্ডব; **কুলৈঃ**—ঝাঁক; **জুষ্টাঃ**—নিবাসকারী; **চক্রাহ্ব**—চক্রবাক (রাজহাঁস); **সারসৈঃ**—এবং সারস পক্ষীদের দ্বারা।

অনুবাদ

সেখানকার সরোবরগুলি পান্নার তৈরি সোপানাবলীর দ্বারা শোভিত ছিল, তাতে পদ্ম, উৎপল, ও কুমুদরাজি প্রস্ফুটিত ছিল, এবং হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস ইত্যাদি পক্ষীকুল সেই জলে বিহার করছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাসাদের চারপাশে কেবল বিচিত্র বৃক্ষসমন্বিত উদ্যান এবং বাগানই ছিল না, সেখানে অনেক মনুষ্য-নির্মিত সরোবরও ছিল, যা বিচিত্র বর্ণের কমল, কুমুদ আদি ফুলের দ্বারা শোভিত ছিল, এবং সেই জলে নামার জন্য পান্না আদি মূল্যবান মণির তৈরি সোপান ছিল। উদ্যান-বেষ্টিত সেই সমস্ত সুন্দর সরোবরে হংস, চক্রবাক, কারণ্ডব, সারস আদি সুন্দর পক্ষীকুল বিরাজ করত। এই সমস্ত পাখিরা কাকেদের মতো নোংরা জায়গায় থাকে না। এই বর্ণনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়, সেই নগরীর পরিবেশ কত স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর ছিল।

শ্লোক ৬৫

উত্তানপাদো রাজর্ষিঃ প্রভাবং তনয়স্য তম্ ।
শ্রুত্বা দৃষ্টাদ্ভুততমং প্রপেদে বিস্ময়ং পরম্ ॥ ৬৫ ॥

উত্তানপাদঃ—মহারাজ উত্তানপাদ; **রাজ-ঋষিঃ**—মহান ঋষিতুল্য রাজা; **প্রভাবম্**—প্রভাব; **তনয়স্য**—তাঁর পুত্রের; **তম্**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে;

অদ্ভুত—আশ্চর্যজনক; **তমম্**—সর্বোত্তম; **প্রপেদে**—সুখপূর্বক অনুভব করেছিলেন; **বিস্ময়ম্**—বিস্ময়; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

রাজর্ষি উত্তানপাদ তাঁর পুত্র ধ্রুবের মহিমা শ্রবণ করে এবং তাঁর প্রভাব দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ ধ্রুবের কার্যকলাপ ছিল আশ্চর্যতম।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন বনে তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর পিতা উত্তানপাদ তাঁর অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের কথা শুনেছিলেন। যদিও ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন রাজার পুত্র এবং তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর, তবুও তিনি কঠোর তপস্যা করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, এবং তিনি যখন গৃহে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই নাগরিকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি অবশ্যই অনেক অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন। কেউ যখন মহান কার্যকলাপের জন্য স্বীকৃতি লাভ করেন, তখন তাঁর পিতাই সব চাইতে বেশি প্রসন্ন হন। মহারাজ উত্তানপাদ একজন সাধারণ রাজা ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি। পূর্বে সারা পৃথিবী কেবল একজন রাজর্ষির দ্বারা শাসিত হত। রাজারা ঋষিদের মতো মহাত্মা হওয়ার শিক্ষা লাভ করতেন; তাই জনসাধারণের মঙ্গল সাধন ব্যতীত তাঁদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই সমস্ত রাজর্ষিরা যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করতেন, এবং *ভগবদ্গীতায়ও* যে-কথা বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান বা *ভগবদ্গীতা* নামে পরিচিত ভক্তিযোগের পন্থা সূর্যলোকের রাজর্ষিকে প্রথম বলা হয়েছিল, এবং তা যথাক্রমে সূর্য এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান যদি মহাত্মা হন, তা হলে জনসাধারণও অবশ্যই সৎ হন, এবং তাঁরা অত্যন্ত সুখী হন, কারণ তাঁদের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক সমস্ত প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি যথাযথভাবে তৃপ্ত হয়।

শ্লোক ৬৬

বীক্ষ্যোঢ়বয়সং তং চ প্রকৃতীনাং চ সম্মতম্ ।
অনুরক্তপ্রজং রাজা ধ্রুবং চক্রে ভুবঃ পতিম্ ॥ ৬৬ ॥

বীক্ষ্য—দেখে; **ঊঢ়-বয়সম্**—পরিণত বয়স; **তম্**—ধ্রুব; **চ**—এবং; **প্রকৃতীনাম্**—মন্ত্রীদের দ্বারা; **চ**—ও; **সম্মতম্**—অনুমোদিত; **অনুরক্ত**—প্রিয়; **প্রজম্**—প্রজাদের; **রাজা**—রাজা; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব মহারাজকে; **চক্রে**—করেছিলেন; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **পতিম্**—প্রভু।

অনুবাদ

তারপর মহারাজ উত্তানপাদ বিচার করে দেখলেন যে, ধ্রুব মহারাজ রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয়েছেন এবং মন্ত্রীরা সম্মত আছেন এবং প্রজারাও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তখন তিনি ধ্রুবকে সারা পৃথিবীর সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করলেন।

তাৎপর্য

যদিও ভ্রান্তিবশত অনেকে মনে করে যে, পূর্বে রাজতন্ত্র ছিল স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, মহারাজ উত্তানপাদ কেবল রাজর্ষিই ছিলেন না, তাঁর প্রিয় পুত্র ধ্রুবকে সারা পৃথিবীর সম্রাটরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পূর্বে, তিনি তাঁর অমাত্যবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, প্রজাদের মতামত বিবেচনা করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং ধ্রুব মহারাজের চরিত্র পরীক্ষা করেছিলেন। তার পর তিনি তাঁকে পৃথিবীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

ধ্রুব মহারাজের মতো বৈষ্ণব রাজা যখন সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব করেন, তখন পৃথিবী যে কত সুখী হয়, তা কল্পনা করা যায় না অথবা বর্ণনা করা যায় না। এখনও যদি মানুষ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়, তা হলে আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক সরকার ঠিক স্বর্গরাজ্যের মতো হয়ে উঠবে। সমস্ত মানুষেরা যদি কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়, তা হলে তারা ধ্রুব মহারাজের মতো ব্যক্তিকে ভোট দেবেন। যদি এই প্রকার বৈষ্ণব নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে আসুরিক সরকারের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যুবক সম্প্রদায় সেখানকার সরকারকে উচ্ছেদ করতে অত্যন্ত উৎসাহী। কিন্তু মানুষ যদি ধ্রুব মহারাজের মতো কৃষ্ণভক্ত না হন, তা হলে সেই সমস্ত সরকার কোন বিশেষ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবে না, কারণ যারা যেন-তেন প্রকারেণ রাজনৈতিক পদ অধিকার করতে উৎসুক, তারা জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে পারে না। তারা কেবল তাদের পদ এবং অর্থনৈতিক লাভের ব্যাপারেই ব্যস্ত থাকে। নাগরিকদের মঙ্গল সাধনের কথা চিন্তা করার কোন সময় তাদের থাকে না।

শ্লোক ৬৭

আত্মানং চ প্রবয়সমাকলয্য বিশাম্পতিঃ ।
বনং বিরক্তঃ প্রাতিষ্ঠদ্বিমৃশন্নাত্মনো গতিম্ ॥ ৬৭ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **চ**—ও; **প্রবয়সম্**—বৃদ্ধাবস্থা; **আকলয্য**—বিবেচনা করে; **বিশাম্পতিঃ**—মহারাজ উত্তানপাদ; **বনম্**—বনে; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত; **প্রাতিষ্ঠৎ**—প্রস্থান করেছিলেন; **বিমৃশন্**—বিবেচনা করে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গতিম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

তাঁর বৃদ্ধাবস্থা বিবেচনা করে এবং তাঁর আত্মার কল্যাণের কথা চিন্তা করে, মহারাজ উত্তানপাদ বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে বনে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এটি হচ্ছে রাজর্ষির লক্ষণ। মহারাজ উত্তানপাদ ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং সারা পৃথিবীর সম্রাট, অতএব এই প্রকার আসক্তি স্বভাবতই অত্যন্ত গভীর। আধুনিক যুগের রাজনীতিবিদেরা মহারাজ উত্তানপাদের মতো মহান নয়। কিছু দিনের জন্য একটু রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে তারা তাদের পদের প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়ে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠুর মৃত্যু তাদের গ্রাস না করে অথবা বিরোধী রাজনৈতিক দল তাদের হত্যা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অবসর গ্রহণ করতে চায় না। আমাদের অভিজ্ঞতাতেই আমরা দেখেছি যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদেরা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের পদ ত্যাগ করতে চায় না। প্রাচীনকালে এই রকম প্রথা ছিল না, যা এখানে মহারাজ উত্তানপাদের আচরণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁর উপযুক্ত পুত্র ধ্রুব মহারাজকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পরেই, তিনি তাঁর প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে প্রৌঢ় অবস্থায় রাজাদের রাজ্য ত্যাগ করে, তপস্যা করার জন্য বনে যাওয়ার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তপস্যা করা। ধ্রুব মহারাজ যেমন তাঁর শৈশবে তপস্যা করেছিলেন, তাঁর পিতা মহারাজ উত্তানপাদও বার্ধক্যে বনে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করে বনে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সকল বয়সের মানুষেরাই যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করে অবৈধ যৌন জীবন, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া এবং আমিষ আহার বর্জন করার সহজ তপস্যা অনুশীলন করেন, এবং নিয়মিতভাবে

(প্রতিদিন ষোল মালা) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন, তা হলে তাঁরা অনায়াসে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।